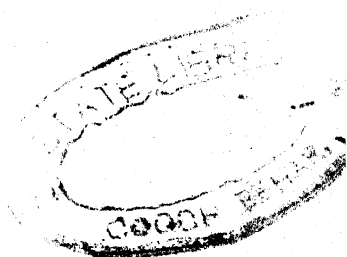


প্রফুল্ল

সামাজিক নাটক



মহাকবি প্রিন্সচন্দ্র বোষ

১৬ই বৈশাখ, ১২৯৬ সাল, ঠার খিয়েটারে প্রথম অভিনীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

অভিনব সংস্করণ

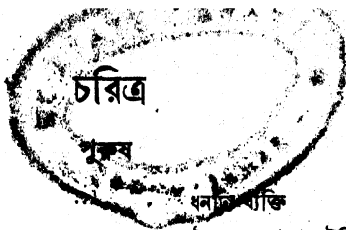
অষ্টম প্রচার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী—

গ্রন্থকারের একমাত্র পৌত্র

শ্রীদুর্গা প্রসন্ন বসু



যোগেশচন্দ্র ঘোষ

রমেশচন্দ্র

সুরেশচন্দ্র

বাদব

পীতাম্বর

কাকালীচরণ

শিবনাথ

মদন ঘোষ

ভজহরি

...

...

...

...

...

...

...

...

ধন্যাত্মক ব্যক্তি

ঐ মহ্যম ভ্রাতা এটিশ

ঐ কনিষ্ঠ

ঐ পুত্র

ঐ কর্মচারী

ডাক্তার

সুরেশের বন্ধু

বিয়ে-পাগলা বুড়ো

কাকালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনস্পেক্টর, জমাদার, পাহাড়া-
ওয়ালগণ, ইন্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদীগণ,
জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদের, গুড়ি, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, তৃত্য,
দরওয়ান, সার্জন, জনৈক লোক, টারগ্‌কি (জেলদার-রক্ষক) ইত্যাদি

স্ত্রী

উমানন্দরী

জ্ঞানদা

প্রকুম

জগমণি

...

...

...

...

যোগেশের মাতা

ঐ স্ত্রী

রমেশের স্ত্রী

কাকালীর স্ত্রী

খেমটাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক ইত্যাদি

সংযোগস্থল—কলিকাতা

“প্রফুল্ল”

১২৯৬ সাল, ১৬ই বৈশাখ, “ষ্টার থিয়েটারে” প্রথম অভিনয়

ব্যবস্থাকারিগণ—		
বর্গীয় অমৃতলাল বহু, বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, বর্গীয় হরিপ্রসাদ বহু ও বর্গীয় দাশচরণ নিরোগী।		
শিক্ষক ও অধ্যাপক	...	বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	“ রামভারণ সান্যাল।
নৃত্য-শিক্ষক	...	“ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	“ দাশচরণ নিরোগী।

প্রথম অভিনয়-রঙ্গমণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

— “গিরিশচন্দ্র” প্রণেতা বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত

যোগেশ	...	বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।
রমেশ	...	“ অমৃতলাল বহু।
হরেশ	...	“ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাসব	...	পরলোকগতা তারাম্বরী।
পীতাম্বর	...	বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
কালজীচরণ	...	“ ভাষাচরণ কুতু।
প্রিয়লাভ	...	“ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।
বল্লভ ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী	...	“ নীলমাধব চক্রবর্তী।
কলহরি	...	“ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট .	...	“ রামভারণ সান্যাল।
ব্যক্তের দেওরান ও জমাদার	...	“ উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ইন্সপেক্টর	...	“ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
ইন্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার	...	“ বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)।
২য় ব্যাপারী ও টারগকি	...	“ অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী।
তুড়ি	...	বর্গীয় শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
জনৈক লোক	...	“ অবোহনাথ পাঠক।
উদাহরবারী	...	পরলোকগতা গজাননি।
জামদা	...	“ কিরণবালা।
প্রবুল	...	“ ভূবণকুমারী।
অগমনি	...	“ চিত্রাঙ্গিণী।
বাড়ীওয়ালী	...	“ এলোকেশী।
ইন্ডর-ব্রীলোক (মাতালী)	...	“ বনবিহারীণী (ভূমি)।
খোট্টোওয়ালী	...	পরলোকগতা প্রমদাহরী ও কুমারকুমারী (বোড়া)।

১২৯৬ সাল, ১৬ই বৈশাখ, “ষ্টার থিয়েটারে” প্রথম অভিনয় “প্রফুল্ল” ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

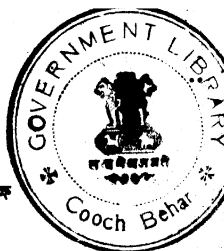
প্রফুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

বোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাভূষণী ও জানকী



মা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কোটটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমার দিলুম, তুমি বস্ত্র করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে; দেওর দুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জানবে, তোমার স্বামিবও যেমন—স্বর্গমেশ, স্বর্গেশও তেমনি। মেজবৌমাকে বস্ত্র করো। মা, আপনার পর সব বস্ত্রের, তুমি মেজবৌমাকে বস্ত্র ক'লে তোমাকে মা'র মতন দেখবে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্কণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং ছ' কথা শুনো, তবু কারকে উচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্বাদ কুড়িও; আর কি বলব মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরে নাতির নাতি নিয়ে শুখে ঘর-ঘরকরা কর।

জাননা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বুল্কাবন থেকে আসবে না ?

উমা। কেমন ক'রে বলবো মা, গোবিন্দজী কি পারে রাখবেন !

জাননা। না মা, তুমি কিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো, তোমার আমারে আমারেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নায় কি জানি মা !

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষী ! তোমার ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত ; তোমার কচি বেলা থেকে বে দিকে কিরিয়েছি, সেই দিকে কিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমার আমি আশীর্বাদ ক'ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্ন। সব বজার থাকবে।

প্রফুল্লের জবাব

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে স্ট্রট খুঁজছি, তুমি রোজই বেলা করবে, রোজই বেলা করবে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এসেছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে ভবে খাবো ; তা তুমি তো নাইবে না ; এস নাইবে এস !

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেঁতে লাও বুঝি ? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অস্থখ করবে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বুল্কাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে ? উল্লন ধরাবে কে ? পাখর মেজে দেবে কে ? মনে কচ্ছো যি রাখবে ? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো ? সেই আমার মাজতে

প্রথম অঙ্ক

দাঁও নি—একদিন দালের খোসা, একদিন শাকের কুটি ছিল,—
আমায় নিয়ে চল।

জাননা। তুই বাবকে ফেলে যেতে পারবি ?

প্রফুল্ল। মা কি বাবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর
মা ! ওঃ হরি ! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ ! তুমি বার বাবকে
ফেলে যাচ্ছ ! এই মাসেই আসবে, তুমি তো একুশে যাবে ?

উমা। আঃ ! ঝাড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ্‌গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন; আমি
যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বাড়ি।

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শিগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

প্রফুল্লের প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম;
তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাকবে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাকব, সে
নানান্‌ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি ?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে বেও। আমি
দেনা-পাওনা গুলো তুলে দেব। আর বলছিলুম কি, চাটুঘো ঠাকুর-
পোর তো কিছু নেই, চের স্তন খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো
ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বলছিলুম কি, বামুনগিরীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে

বার, হাতে কিছু নেই, একজন বাঘুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতো—

বোগেশ। মা, তুমি 'কিছু' হ'য়ে বলছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিছু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই,

.. তোরাই আমার বাপ, আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিছু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। বার্মা বার্মা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। ওনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্তে হয়, পাওনা নিতেও আস্তে হয়। গোবিন্দজী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে বাই, আর না ফিরতে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

বোগেশ। তা তুমি যাকে বা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বলছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সম্ভান, তোমার না বলে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর বার বা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

বোগেশ। মা, সে পাগলা মদন বোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

বোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগলাঘো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!

প্রথম অঙ্ক

মদন যোবের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—হা হয় ক'রে একটা বে
ধা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার।
শুনি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছা, আমারও ঐ সঙ্গে একটা
সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা
সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাত বোয়েদের
আশীর্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজও ব্যাটা
হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাহুন্দরী ও মদন যোবের প্রস্থান

জানদা। ঠাকুরপুত্র এক কথা—ওকে পাগল বলে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওকে মাদুলী দিয়েছিল, তারপর আমরা হ'য়েছি!

জানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা!
নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক
রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জানদা। হ্যাঁ গা, তোমাদের কদিন হবে?

বোগেশ। মাকে রেখেই চলে আসবো; তার পর যা হয়—

জানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই
এ আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিটি ক'রে কাজ নিয়ে বসো
এখন।

বোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আসব, তুমি
যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার
বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আশায়
সঙ্গে নিচ্ছ।

বোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জানদা। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্বান কর গে; বাবা
ভালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিস্তির
শরীরে একটু স্ক নেই!

বোগেশ। স্ক করবো কি, স্ক করবার কি দিন পেয়েছিলুম। তুমি তো
জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি; বাবা
মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনারারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটি
অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে
এক দিন গেছে, এখন দেখর-ইচ্ছার একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও
সংহান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মাছব হ'ল না; তা তগবান
সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার
সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না,
এখন আবার দিনে একটু হয়েচে; ঐ এক কাঁচা চন্নামেস্তর মুখে না
মিলেই নয়!

বোগেশ। আমি তো আর মাক্লামো ক'রতে খাইনি, হাড়ভাঙ্গা মেহেনৎ

হয়, গা পতর কামড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিব,—অমৃত বল অমৃত । *একটু ইনি* ।

জ্ঞানদা । অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতেই দরকার কি ? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ার কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি ।

যোগেশ । পাগল !

জ্ঞানদা । পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে ।

যোগেশ । ক'দিন ভাবনার ভাবনার ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি ;—রমেশ ব্যস্ত আছ ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ । আজ্ঞে না ।

যোগেশ । বেরোবে না ?

রমেশ । আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না ।

যোগেশ । বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাই হোক, বেকরো ভাল । শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম করতে পারতুম না ; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আগন্ত বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোঁলার ঘরের ভেতর গুরে—কিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো ; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল । আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অঙ্গী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার জীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বঁনে, তীর্থ-ধর্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চলবে ; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাংকে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃদ্ধাধনে পাঠান

প্রফুল্ল

বাবু, আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি এটর্নি হয়েছে, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমার বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না যায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক করে দিচ্ছেন?

বোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনুতি হোক না হোক; তুমি পরে বুঝবে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল; এক বখরা যা আমার থাকবে, তা থেকে আমার চলবে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম করবো না, জীবন ইচ্ছায় তোমাদের বাড়ীবাড়ন্ত হোক, বাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি, এক অয়েই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা বা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ কত ব্যাঙ্কে এডভাইস (Advice) করেছি।

রমেশ। দাদা মশায়! সুরেশকে দিচ্ছেন মিন; আপনার ঘোপার্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমার মানুস করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমার ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বলতে পারিনি।

বোগেশ। রোজগার করে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটা কথা, আমার বিবেচনার কলিকাতার গৃহস্থ ভরলোকই দুখী, এই পাড়ার দেখ, চাকরী বাকরী করে আনছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি ধায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বলবো কি! ভাই রে,

আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটা অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটা ঘর নিয়ে থাকতে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই স্থল থেকে কোন রকমে শাক-আর খেয়ে দিনপাত করবে, তুমি তার ট্রাস্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সহ করে দিন কতক বেড়িয়ে আসবো। ত্রিশ বছর খেটেছি, একদিনও একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আসতে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরের ভ্রাতৃত্ব আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অহুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তয়ের ক'রে রাখি।

রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢাল্ছ কেন?

যোগেশ। বড় বো, আজ বড় আমোদের দিন। চুপ্ চুপ্ চুপ্

ঝিরের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমায় বলেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, নীতাস্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, আমায় খবর দিতে বলেন।

ঝিরের প্রস্থান

যোগেশ। তাকে এইখানেই ডাক্।

বড় বো, একটু সরে যাও।

জ্ঞানদার প্রস্থান

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর ?

পীতাম্বর। আজ্ঞে বাবু সর্বনাশ হয়েছে! ব্যাক বাতি জ্বলেছে!

যোগেশ। কি, কি, কি—কোন ব্যাক ?

পীতাম্বর। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন,
তার কিরে এসেছে।

যোগেশ। আঁ! আঁ! আমার যে যথাসর্ব্ব্ব সেথা! আজ বড়
আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন!—আবার ককির
হলুম!

পীতাম্বর। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর,
যাও—থাক্তা তয়ের করগে, ইনসল্ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি
এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতাম্বর। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার
রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব
আছে কিন্তু সে দিন আর নেই, সে উৎসাহ নেই। ত্রিশ বৎসর
অনাহারে অনিদ্রার রোজ্‌গার করেছি; গেল একদিনে গেল,
ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল। (মস্তপান)

পীতাম্বর। বাবু, বাবু, করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ
করবেন না—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, কার
কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কাল আমি তোমার বাবু ছিলাম, আজ
পথের ভিখারী। (মস্তপান)

পীতাম্বর। বড় মা, আহুন—সর্ব্বনাশ হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

জানদার পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্বস্ব গিয়েছে!

জানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাববো না—ফুলো, আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বা: বা: ক্যা কুন্ডি! কুচ্পরওয়া নেই, মদ লেয়াও—ওই বা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বা: বা: এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশের প্রস্থান

জানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্গির এস, সর্বনাশ হ'ল!

জানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

কান্দালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুকুপী বিত্ৰাধরি, বিত্ৰাধর কোথায় ?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখতে পাই নি ; সে চালাকী থাকলে এতদিন জুড়ী চড়তিস !

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিত্ৰাধরি ? তোমার বিত্ৰাধরের কাছে থাকতে থাকতে দুটো একটা শিখবো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীকণ বসবো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিত্ৰাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি ?—কস্তং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো ?

জগ। আমরা গলা কোটই বেড়াছি কি না ; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরেশ। তা শীগ্গির বেরোছি নি, তুমি ইচ্ছের সভায় নাচতে যাও কি পোষাকে না দেখলে আমি যাছি নি। সে দিন যে চাপ্রাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিত্ৰাধরি, চমৎকার !

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক বক কর্ছো কেন ?

সুরেশ। 'আচ্ছা, চাপ্রাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিত্ৰাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টা রূপ আছে বিত্ৰাধরি, আমার প্রকাশ ক'রে বল দেখি ? (সুর করিয়া)

“যুঁচাও মনোভ্রাস্তি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।

তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,

কল্পিত কি কমলিনী,

চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ ॥”

জগ। চোপ্ ঝুপিড্।

সুরেশ। বিজ্ঞাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজি বুকনৌতে প্রাণ জুড়িয়ে
গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন! গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন। রোজ রোজ হু'চার
টাকা ধার করিস্ কি ক'ত্তে? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা
না লিখিয়ে দেবো না। হুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার
চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নেনা।

সুরেশ। বাহবা বা: বহুরূপিনী বিজ্ঞাধরি, সাবাস! এ দোকান ভুলে
দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমার চাপ্ কান
পাগ্ ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কান্দালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্ ?

সুরেশ। খুঁড়ে, আমি—বিজ্ঞাধরীর বক্তৃতা শুন্ছি, আর ধরমান খেয়ে কাসছি।

কান্দালীচরণের প্রবেশ

কান্দালী। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ ?

জগ। আমি বলছিলাম হু'চার টাকা ক'রে ধার করছিচ্ কেন? বিস্কর
বথরা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে
দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কান্দালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝবে—ক্রমে বুঝবে। কি বাবা, কি মনে ক'রে ?

সুরেশ। তোমার বিজ্ঞাধর আর বিজ্ঞাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা-
কতক টাকা কর্জ্বন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্তন তো ?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্তথা হবে।

‘জগু। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিজ্ঞাধরি !

(নেপথ্যে রমেশ)। কাকালী বাবু বাড়ী আছেন ?

কাকালী। কে !—বকেয়া নাম ধ’রে ডাকে কে ? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—“এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাকালী বাবুর বাড়ী নয়।”

সুরেশ। ও বিজ্ঞাধরি, আমার খিড়কি দোর দিয়ে বা’র ক’রে দাও, মেজ্জদা !

জগ। যাও বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্না ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছে গো,—কাকালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগ। এ কাকালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাকালী। আমি সরে থাকি, শীগ্গির তাড়াস।

কাকালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কা’কে খুঁজছেন ?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেরেমাছুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে!

রমেশ। ‘তাও ত বটে’ কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার
ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই, বল
তার ভাল হবে।

(নেপথ্যে কান্দালী)। কেরে ঝি—কেরে ?

কান্দালীর পুনঃ প্রবেশ

কান্দালী। আমি এই প্র্যাক্টিস (practice) ক’রে খিড়্‌কি দোর দে
ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কান্দালী বাবু বলবো না হরিচরণ বাবু বলবো ?
আপনি যে নামে প্রচার হ’তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কান্দালী। আপনি তো রমেশ বাবু ?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্নি হয়েছি। আপনি রাণাবাটে একটা
মাগীর সঙ্গে ফেরাবি ক’রেছিলেন, তার ভাইপো আমার এই
কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার
করবার জন্তে।

কান্দালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন ?
চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তাঁ উনি তো হেথা হাজিরই
আছেন ; ব্যস্ত হবেন না, কি বলতে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র
দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে,
ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্নির ক্লাকগিরিও ক’রে

গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস করবো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক ; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিল, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে ; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে ।

কাদালী । কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ । এই দেখুন, এতো চিন্তে পেরেছেন ? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছি। আমি নূতন উকীল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই ; পাঁচবার একজামিনে ফেগ হয়ে তবে পাশ হয়েছি ! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই ।

জগ । তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মাছুষ চেন না ? এঁর সঙ্গে আলাপ কর,—তোরা কপাল ফির্বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বলে, যেন ভাগবত পড়লে । কি বাবা, কি করতে হবে আমায় বল ? তুমি যা বলবে, ষ্টুপিডের কাণ ধ'রে আমি করাব ।

রমেশ । বাঃ রূপসি ! আপনার নাম কি ? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধি-রূপিনী ।

জগ । আমায় বিজ্ঞাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয় ; এখন কাজের কথা বল ।

রমেশ । সুরেশ ব'লে একটা ছোকরা তোমার এখানে আসে ?

কাদালী । কে সুরেশ ?

জগ । আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্ নি ?—এসো বাবা এসো ।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিনবো, আর এবার এলে তাকে^{*} বুঝিয়ে ঠিক ক'ম্বতে হবে, যাতে একখানা Bondয়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাকবে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse.) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ত্ব আমি কিনে নেব।

কাকালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিস কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস কন্নবো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাকালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিস কন্নব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমার জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি বা ক্লায়েন্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্ট (cost) যের দশ আনা ছ'আনা, সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাকালী। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই, আমি একটা বদনামো হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না মিলে চলবে না। যা হোক, ডিম্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আট্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব

কার্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তার পর কস্টের দশ-আনা ছ-আনা বলছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্তে আটকাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্ছ, আমার কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিম্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিম্পেন্সারিও চলবে ?

রমেশ। চলবে না কেন, খুঁড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আসতে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখলি ষ্টুপিড, মামুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসি, চলুম।

কাজালী। এগারটার সময় বেরুলে চলবে ?

রমেশ। হাঁ, তা চলবে।

রমেশের গ্রন্থান

কাজালী। জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি ! আবার এখন এটনি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠাকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীদে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিংপুর থেকে দুটো

ঘোড়া ; বাগান একখানা করতেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আসবে ; জগা, কথা কচ্ছি নি যে ?

জগ। বল বল, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্য কি না, গাটছ কাঁটাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছি। ও দেখতে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাহ বাধলো বলে ; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস, যে খরচা আদায় করতে পারবি।

কাদালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম আর আমায় পরিচয় দিচ্ছি কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি ? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল করবে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখতে বসে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত করে' ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিজ্ঞাধরি মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে—
(পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিজ্ঞাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—বাস!

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি ছাণ্ডানোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি।

কাদালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

স্বরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিজাধরি শোন—এ যে দু'দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে যা দেবে তবে; ভাবছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সহি ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্বনাশ করবে, তা রূপসী বিজাধরি পাচ্ছে না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না যে টাকা ধার নিয়েছিস দে, নইলে আমি নালিস করবো।

স্বরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধছি বিজাধরি, জজ সাহেবও ইস্তের অঙ্গরী দেখবে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিজাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু'একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখতে হয়, ততই ভাল। বুঝলে বিজাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

স্বরেশ। তবে চলুম, সেলাম পৌছে বিজাধর খুড়ো, বিদেয় হলুম। এক-গুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

স্বরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝলি পোড়ারমুখো! একে শোজা দিক দিয়ে হবে না, একে উণ্টো প্যাঁচ কসতে হবে। সহি ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝতে পারে, তখনই সহি করবো।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে ?

প্রফুল। ঠাকুরপো, আমার. হাত-পা পেটে সঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাকুরপো
কঁদছেন। বট্ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা ?

প্রফুল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি
আমি খিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিকুরি দেখতে !
ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত
কঁদে, আমিও তত কঁদি। এমন সৰ্ব্বনেশে জিনিসও খাইয়েছিল।
দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি
দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন ?

প্রফুল। ডাক্তার পাঠার কৎ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ
বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো অমন
ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? মা বলেন, চারিদিকে
শত্রুর, শত্রুর হাসছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো ?

প্রফুল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন,
আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা

মাতুলী আনতুম। বৌদিদি সেই মাতুলী পয়লে আর কেউ কিছু
করতে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাতুলী ?

সুরেশ। সে মাতুলীর কথা বলবো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি
একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাতুলী যেই পয়লে, আর
কেউ কিছু করতে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রান্না জল পড়া।
ভাগ গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন
জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি
সে মাতুলী এনে দাও, আমি দিগিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আনলে
ওষুধ ফলবে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গুণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে, কাশবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাতুলী এনো, আমিও একটা চুপি
চুপি পরে থাকুবো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লের প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) “মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির
মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদারের বোকানে দশ টাকায় বাধা দিয়েছি।”
ভায়ার লেখে অজ নীতল হবে। বলবেন, খুব করেছে। কি রে
যেদো, কীদছিল কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ্ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না
কিসের ? তোর অসুখ করে না ?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাকবেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। না, আর অসুখ করবে না।

প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বোদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই
চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকীমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয় ?

প্রফুল্ল। না, বালাই ! আর অসুখ হবে কেন। চল, তোকে আমি
নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কঁাদিস্নি। আমি কেমন
সুন্দর ব্যাটমবল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে
খেলেতে নিয়ে যাব।

যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত ; সহিসের মাথায় যে
ব্যাঙীর কেস দেখ্ছি, এঁর জন্তেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা
যখন ক্যানেন্সার থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি
জানি ; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ
জলপড়া ছোঁব না। ইস্ আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন !

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বোন্দির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি ?

সুরেশ। সুপুঁরি ; ও মুটের ঠেয়ে কি গা ?

রমেশ। ও কোন্সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কোন্সুলি, না ঢুকু ঢুকু চালি ?

সুরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখ্গে যা।

সহিসের প্রবেশ ও বাস্তব রাখিয়া প্রস্থান

‘‘ বাতে পরের অপকার তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে ? প্রথমে মা বধূ’র, তারপর বাপের বিষয় বধূ’র, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু ! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী বেটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সহিছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সহি ক’রে নেবার ভাবি নি, আজই হ’ক কালই হ’ক মর্টগেজ (Mortgage) সহি ক’রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেস্ট্রার— তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কোঁদে কোঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাকবো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে, এই সর্বনাশ, তার উপর এই ঢালাটলি!

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদছ কেন? কোঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ করবে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে পল্ল শোন গে।

বাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্বো না, তোমার কাছে বসবো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্গে। ও যুমুক। হ্যাঁগা খানকতক রুটী গড়ে

আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠবে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই বাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় বাদব, আয় খাবি আয়।

বাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কল্পবে কেন?

বাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা!

এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ল। এই সর্কনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেন্দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বসলোই। উঃ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্কনাশ কি মানুষের হয়!

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। আজ্ঞে শুনলুম বই কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্কনেশে খবর এলে লোকে জলে বাঁপ দেয়;

আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্ত্রামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে

মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটী, শত্রুর মুখ উজ্জল!

রমেশ। না, না, আপনি বুঝছেন না, সাডন সকে (Sudden shock)

একটা ব্যামো হ'তে পাঠো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি ? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না, দিলে নয় ; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বলছিলেন—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে ? আধা দরে যাবে। তিনি বলছিলেন, বোয়ের নামে কল্লে হয় না ? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। হিঃ ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন ? লোকের কাছে জোচ্চোর হব ? সুনাম থাকলে খেটে খাওয়া চলবে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমার বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব ?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের ; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন' ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখছি না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'তে পারে না ; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি ; সে বিশ্বাস কখন' ভাঙবে না, এতে জেলে বাই, জী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বলছেন, এই জন্তই শোনানুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর

বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুনতে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারী-

দেয় ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ত্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষু চাইতে এসেছে; আপনি ডাকলেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ত্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিম্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেয়ে আছে, ওর তাপ দেবার অস্ত্রে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। নীগ্গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ করবো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্থিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢালব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর নিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আসবে, আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আসতে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের ঘরের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে ?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কঁাদছে।

যোগেশ। কেন রে ?

যাদব। ছোট কাকা বাবু চোর হ'য়েছে, কাকোমা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি ? এ আবার কি সর্বনাশ ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল ? আমার মনে মনে স্পর্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেঁটায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেঁটায় ব্যাক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেঁটায় কোন কার্যাই হয় না। আমি আজীবন চেঁটা কল্লেম, কি ফল পেলাম ? চিন্তা ! চিন্তা ! চিন্তায় চিরকাল গেল।

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে !

যোগেশ। করুক, আমার কি ? আর কোন কথা'র তত্ত্ব কল্পবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেঁটা রহিত। এই যে স্ত্রীদেবী ! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ কল্পবো না ; আজ থেকে তোমার দাস ! (মত্তপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি ! বিস্মৃতি—আমায় বিস্মৃতি দান কর !

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা !

যোগেশ। যা ভুই যা। আজ থেকে গা লে দিলুম, যে যা বলে বলুক।
লোকনিন্দা, কিসের ভয় ?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন ?

যোগেশ। কে ও সুরেশ ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বলবো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি ! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'মিক্ ভাববো ? সব দিক্ ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা ! শীগ্গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্ ? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া ! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি ? কিছু ভয় নেই, বাস্, যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাহস্তরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্বনাশ কচ্ছে ?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মত্তপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? কেড়ে নেনা।

যোগেশ। খবরদার—মার্ডভালেগা।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্বনাশ করে দেখ্।

রমেশ। মা, তুমি স'য়ে যাও, স'রে যাও ! যত মানা করবে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই !

যোগেশ। বাড়াবই তো ! ভয় কিসের ? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিঙ্গে ? বড় বয়েই গেল !

রমেশ। ও হুরেশ, মাকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা করছি। বত
ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। বাদবকে নিয়ে যা।

হুরেশ। আয় ; বাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে !

রমেশ। মা চৈঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাসছে।

হুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

হুরেশ, বাদব ও উমাহন্দরীর প্রস্থান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার ?

যোগেশ। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্বনাশ
হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমেশ। হয়েছ বই কি !

যোগেশ। চোপ্‌রাও !

রমেশ। চোপ্‌রাও ?—কৈ লেখ দেখি ?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কতে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক করবো ; দাও।

যোগেশ। (সই করিয়া) বাঃ ! বাঃ ! কেয়া জবর সই ছয়া ! শুধু
সই ? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

যোগেশের মোহর করণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেস্ট্রী করি কি করে ?

দেখা যাক।

- যোগেশ। কি, কি, কি ভাবছ ? কাজ গুছিয়েছ ; আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাহন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না ?

রমেশ। আবার এয়েছ ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ ? আর মদ খাব না, কেন খাব না ? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন ? কি কাজ ক'ল্লুম ? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাদীর মত খাটলে, তোমার কি কল্লুম ? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাদীর অধম হয়ে সংসার ক'লে তার কি ক'ল্লুম ? একটা ছেলে—তার হিল্লো কি রাখলুম ? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম ? রমেশ মাতাল দেখে সহ্য করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেঁটা করে তো এই ক'ল্লুম ! মনে ক'ছো, মাতলামো ক'চ্ছি ?—না মনের দুঃখে বলছি, বলতে বলতে আগুন জলে উঠে, জল দিই—(মগপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে !

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস—ও বাবা কোথায় যাস ? ও সুরেশ তোমার দাদাকে দেখ্।

উমাহন্দরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটার চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা ?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউস (I bring good news)।

রমেশ। ডাকবার যো নেই; কাল মুর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্সাইটমেন্ট (excitement) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্টা (shock) লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্পেয়ার (despair) হবেন না, কালকে লেটেস্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেন্টের (Latest private Telegram to agent) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি, দিন পোনেররই ভেতর ফের পেমেন্ট (payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুনলেন, আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেন্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ডটা (mind) কতকটা রিলিভ (relieve) কন্বার জন্তে এসেছিলাম !

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না, বেশী এক্সাইটমেন্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind) ! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেন্ট (arrangement) ক'রবেন না। ইট ইজ অল্মোস্ট সারটেন্‌ গ্যাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক্‌ ইউ, মাচ্‌ ওব্লাইজ্‌ড্‌ ফর্‌ ইয়োর ইনফর্মেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। গুড্‌ মর্নিং (Good morning)।

রমেশ। গুড্‌ মর্নিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্‌! আজ না রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্‌ মাটা! আজ যদি রেজেষ্টারি না ক'তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান্‌-থার্ড শেয়ার (One third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমরা ওয়ান্‌-থার্ড (One-third) কে যুচাবে? জয়েন্ট হিন্দু-ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরির নালিশটে আধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্‌ না দিক্‌, নাড়া দেওয়া উচিত এই যে কাকালী—

কান্দালীর প্রবেশ

কান্দালী । আমায় ডেকেছেন কেন ?

রমেশ । দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি ।

কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছূ বলিনি । তুমি এখন গিয়ে ইনফরমেশন (Information) দাও যে, আমরা পোন্দারের হোঁথা মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার ক'রবে । আর অন্ননাও সুরেশের নাম ক'রবে । তুমি আজ তোমার স্বীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর ।

কান্দালী । আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার ? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাকছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন ?

রমেশ । না, তবু লিখিয়ে নেওয়া ভাল ।

কান্দালী । মর্টগেজ যদি সাক্স প্রমাণ হয় ?

রমেশ । এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি ।

কান্দালী । তবে কার নামে ?

রমেশ । তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেন্ট (assignment) কাপি ক'ত্তে ব'লেছি কি ? এ সব ছাদাম মিটে যাক, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট সহ ক'রে রেজেষ্টারি ক'রে নেব ।

কান্দালী । কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দেবে কে ?

রমেশ । এটা আর বুঝতে পারলে না ? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ, যে হয় এক বেটা খোঁট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্তে ভাবিনি, যা হয় ক'রবো । এখন আজকে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারলে হয় ।

একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চলতে পারবে।

কান্দালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়্যাটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়, তাকেই মুল্লুচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কান্দালী। যে আজ্ঞে।

কান্দালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পারলে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি। কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাকবেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মল খেয়ে প'ড়ে আছেন।

রমেশ। ও সব না ব'ল্লেন কি রকায় রাজা ক'ত্তে পারতুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পরস। কমাতে চাইবে? মটগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বসতো। তুমি তো বোঝ না, ব'লতো টাকা দাও নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল। আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি

বুঝতে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে ? আজ দেখুচো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে তাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়লেই গেল, জোচোর বলে—দেনা দিলেই ফুরলো ; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফিরবে না ! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাকরী গেলে, আর এক চাকরী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড় কখন দেখেছ কি ? এ টাকার শোকে না কি ?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন ?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর ! আমাতে কি আর আমি আছি ? আমি মর্মে ম'রে গেছি ! তোমায় বলছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমি ব'ল, হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লম, তারপর ?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী ক'রবো—কেন ভাব'ছ !

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পারলে সব বজায় থাকবে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ চলাচলিটা হ'ল। তা মেজ বাবু, না ব'লেই হ'ত, মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটা উপকার কর, ঐ মদন পাগ্লার কথা মা শোনেন ; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারিতে ক'ত্তে পারলে বুঝতে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

পীতারের গ্রন্থান

বড় বো, বড় বো!—

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বলবে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বো, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্তেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'রবো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্ছো তো শিবতুলা মাহুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বো, বাড়ী বেচলে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'রবো বল?—আমায় তো ভাই, আর হাত-পা আস্ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'রলে আমরা ভাসব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'রবো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে কানতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছটকটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাকবে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'রছি; সহিও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে ?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত ক'রবো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখতে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বলছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না !

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি ? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অহরোধ করুন, তুমি অহরোধ কর, আমি অহরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধমকে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাকবেন, তুমিও থাকবে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে।

দাদা উঠলে মাকে নিয়ে যেও, আমি থাকব এখন ;

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনস্পেক্টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কেহে, হাবুল ? এ দিকে এস।

মঙ্গলসিং জ্ঞানদার ও ইনস্পেক্টারের প্রবেশ

কি ? মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল ?

ইনেস্। ওহে সর্বনাশ !

রমেশ। সর্বনাশ কি ?

ইনেস্। অন্নদা পোদ্দারের লোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেস্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই অরেশ চুরি ক'রেছে !

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোন্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'রবে।

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোন্দার ব্যাটার দম।
ইনেস্। না হে—দম না, মজল সিংয়ের সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্ল, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'রতো। ওর ইউনিফর্ম (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ি বোকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জনা। হাঁ বাবু, সব সাচ্‌হায়, হাম্‌ শুনা।

রমেশ। জ্যা! সর্বনাশের উপর সর্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনেস্। এখন কিছু ধরচ কর; রামা স্তাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকাশো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাস্ক ভেঙ্গে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আই হাব টেকেন্‌ মাই ওথ টু এড্‌ জাস্টিস্ (I have taken my oath to aid justice)।
ইনেস্। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট্‌ জাস্টিস্ টেক ইট্‌স কোর্স্ (Let justice take its (course))। আমার কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে! মেয়াদ হ'য়ে যাবে!

মেশ। লেট্‌ জাস্টিস্ বিডন্‌, ওঃ হেল্প মি মাই গড (Let justice

be done. Oh ! help me my God) ! ওহো ! হো
হো হো !

জমা । (জনান্তিকে) বাবু মত্‌লব হায় ।

ইনেস্ । (জনান্তিকে) দেখ্‌তা । তবে রমেশ বাবু চল্লুম ।

রমেশ । আর কি বলবো ! ওহো হো হো হো !

জমা । (জনান্তিকে) বাবু, শালা বদ্‌মাস হায় !

ইনেসপেক্টার ইত্যাদির একটিকে ও অপর দিকে রমেশের গ্রন্থান

দ্বিতীয় পর্ভাক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠলে কেন ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জরভাব ক'রেছে না কি ?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে।

রমেশ। সে কি ! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল ?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বলছি। ঘামও হ'চ্ছে,

শীতও ক'চ্ছে—এ কি !

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস ; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে

আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা ! সে কি গো ?

যোগেশ। চট করে—না, কিছু না, কিম্ কিম্ বুঝি বুঝি—এ সব কি

এ ! এখনও কি নেশা রয়েছে ? নাথা টলছে, বুকটায় হাত দাও।

বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিলুম ? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর

কিমুচ্ছে ! শরীর কিমুচ্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, স'রে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

কাজালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগেশ । ও বাবা ! একে ?

রমেশ । দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি ; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও
হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে ।

কাজালী । ইনি কি অ্যালকোহল (Alcohol) ব্যবহার করে থাকেন ?

রমেশ । আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল ।

কাজালী । তারই রি-অ্যাক্সান্ (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই ।

আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'ল্পুম, অ্যাপোপ্লেক্সিস
(Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্ড ডোজে (mild
dose) খেতে দিন ।

যোগেশ । না, মদ আর ছোঁব না ।

কাজালী । হ্যাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ন্তে হবে বৈ কি ।

রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন্ থাকে তো পোটের সঙ্গে একটু একটু
দিন । রি-অ্যাক্সান্ (reaction) টা বড্ড বেশী হয়েছে । মশাই,
একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি ?

যোগেশ । আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছম্ছমে হ'য়েছে ।

কাজালী । হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আনতে পারে । এক কাজ
করুন, টুয়েল্ভ আউন্স পোট, আর থ্রি গ্রেন কুইনাইন্, (Twelve
ounce Post and three grain Quinine) সোড়াওয়াটারের
সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন । বড্ড রি-অ্যাক্সান্টা (reaction)
হয়েছে । ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর
অ্যালকোহল না ছোঁন ।

রমেশ । তা ঐষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন ।

কাজালী । আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন ।

রমেশ । আস্থন ।

রমেশ ও কাজালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন
পাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে পড়বো।
মালুঘটা বিজ্ঞ, ঠিক ধরেছে।

জানদার প্রবেশ

জানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জানদা। কোন ভয় নেই তো?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, আমার ঠেয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডা-
ওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে।
(জনান্তিকে) বড়বো, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'লছো?

রমেশ। ব'লছি, ভয় নেই।

জানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্র্যাণ্ডীর গন্ধ যে?

রমেশ। এখনকার ঐ বেস্ট পোর্ট (Best port)। দেখছেন না, একটু
রঙেরও তফাৎ; এডভোকেট জেনারেলের (Advocate General)
হস্তে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু'
একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিজিয়েট রিলিফ
(immediate relief) বোধ হচ্ছে, টেষ্ট (taste) ও ব্র্যাণ্ডীর মতন।

রমেশ। ব্র্যাণ্ডীর ও রকম রঙ হয় কি?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ । কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ । মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে ।

যোগেশ । ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ । আজ সে কথা থাক, আপনার শরীর অসুখ ।

যোগেশ । না, সে কথা না শুনলে আমার আরও অসুখ বাড়বে ।

রমেশ । ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায় । আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি ।

যোগেশ । আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও ।

জ্ঞানদা ও উমাহুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ । বৌ, দাদা ব'লছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও । মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো ; তা হ'লে সামগ্রী উনি বেচতে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'লবো বল ?

জ্ঞানদা । হ্যাঁ গা, কেন, দু' দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি ! সাত গুণ্টিকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা । বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, র'য়ে ব'সে বেচা । ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকবো বল ?

যোগেশ । মা, তুমিও ঐ কথা ব'লছো ?

উমা । বাবা, সাথে বলছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে ; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে ।

রমেশ । তা বৈ কি, আমি টুয়েলভ পারসেন্টের (Twelve percent) হিসাবে দেব ।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। দাদা, সাথে মত ! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হবে ? যাক্‌বের কি হবে ? ঐ সুরেশটার কি হবে ? এমন নয় যে কারকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু !

যোগেশ। ব্যাপারীরা থামবে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজায় বল,—থামে—আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ন্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'রবো বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'লছেন, তারা ব'লবে—আজই বেচ। আর বেচতেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা আটাচমেন্ট (attachment) বার ক'ন্তে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ন্তে বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী ? এ তো জুচ্চুরি !

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি ! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বো কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার ? এও বলুন জুচ্চুরি ! আপনি বলবেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েন্ট ফ্যামিলি (joint family) —দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্ত ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের থাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন !

যোগেশ। হঁ ! (মন্তপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন ; সর্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। যেনো ভিখরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার আমার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আমি বলছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্টার (Registrar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক ; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখতেও আসবে না, বলতেও আসবো না। দেখ দেখি মা, দু’দিন তর নেই। ঠুঁর মা বলছে, স্ত্রী বলছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে বলছে, আধা কড়িতে সর্বস্ব বেচবেন, আর দেনদার হ’য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক’বেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি আমি তো বলছি।

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ’য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোমার মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ ; রমেশ যা বলছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাকবে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই ! আমি তোমার ভালর জন্য বলছি, স্নুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ’লেও তো বুঝতুম, মোট ব’য়ে সংসার চালাতুম।

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়তো।

ষোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, ‘বিষম সমস্তা’—তার মানে আমি বুঝুম না—আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্তা! মার অতুরোধ; জ্বর অতুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স’ক! কুনাম র’টতে দেরি হয় না, মাতাল নাম র’টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক হয়েছে; আজও স’ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচুরি ক’রে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজিষ্টারি কন্সবার জন্ত দাঁড়িয়ে আছ, চল, ‘শুভশ্রী শীঘ্রং’। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিথিয়ে দিও, কি বলতে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ’য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটা মাতাল, একটা জোচ্চোর, একটা চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি বলছেন?

ষোগেশ। আর ‘দাদা মশাই’ না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজিষ্টারি ক’রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক’রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক’রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

ষোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে

দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল ; সেই পরেশমণি যাতে
ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই । চল রমেশ,
তবে তোয়ের হও ।

যোগেশের প্রস্থান

উমা । না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্ ।

জ্ঞানদা । ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

রমেশ । মা, ছেলেটার মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিত হ'চ্ছে না, বেচে কিনে
দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছে ! যাও, তোমাদের কথা
আমি শুনিনি, যেদোকো আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না । আমি
পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখে না,
শুনলেন না ! ওঁর কি এখন বুদ্ধিবুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুনতে
হবে ? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে
বুঝতে, মাহুঘটার প্রাণে কি বা লেগেছে ! এই ভাক্তার ব'লে গেল কি,
“রমেশবাবু সাবধান ! যে বা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে
পারে ।” সর্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ
রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে ? আঃ ! আমার মরণ নেই !

উমা । বাবা, রাগ করিস্নি, রাগ করিস্নি ।

জ্ঞানদা । ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী ।

রমেশ । এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেট হবে, পাঁচজন হাসবে, তা
হ'লে কি বাঁচবে !

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

কাদালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ । বিজ্ঞাধরি, বিজ্ঞাধরি, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ । কে ও—সুরেশ ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম । এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও ।

শিব । কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা ! (জগমণির প্রতি)
লক্ষ্মী, আপনি অঙ্গুরী কি কিয়রী ? আ মরি মরি ! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে ! আবার এই যে তক্কা দেখ'ছি ! বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি ; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা ?

সুরেশ । চল্ চল্, মজা আছে, মনন দাদা এসেছে ?

জগ । সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে ।

সুরেশ । শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়লো নাকি ?

শিব । পেছিয়ে পড়বে কেন ? ঐ যে সিঙ্গেলরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে ।

কিস্ত বাবা, তুমি যে পেটেন্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই ।

জগ । কি বলছ, পাঁঠা ? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'রবে ব'লে গেলে—

সুরেশ । বিজ্ঞাধরি, আজ ব্যাপারটা কি ? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছে,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে ?

জগ । চোপ শূয়ার !

শিব । বাঃ—বাঃ, বুলিদার !

জগ। এ ইষ্টুপিড্ কে ?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ ! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—“দিনেতে অখিনী হ'ত, রেতে কামিনী !”

খেমটাওয়ার্লীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের
বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজঘোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। ইয়ারে তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয় ? আমি আধ ঘণ্টার
ভঙ্গী ঠাওর ক'ন্তে পারলেম না। যেন কামিখোর হিজড়ে ডা'ন।

রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফন্সমেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে
তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ন্তে পার, ইঞ্জের শটী আনুতে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে
হবে ; (খেমটাওয়ার্লীদের প্রতি) এস হে।

১ম খেমটা। ইয়া মিতে, ওকি দাড়ি-গোফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুকব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা !

জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে! কারুর দেখাটা নেই। ওনের ইয়ারের
মন, এ কোটরে যদি না ট'্যাকে, তা হ'লে তো ফকালো; কাজ করে,
তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ

তোম কে হায় ?

দরো। বাবু ঘরমে আছে ?

জগ। কেন ?

দরো। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিল! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা
বোলে ?

জগ। নোকর হায় তো কি হয় হায় ? কোন্ বাবুসে কথাবাত্তা হায় ?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, হুরেশ বাবু আয়া কি না ?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হয়, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা
কা বহৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌কা জবাব পাগ্‌তা নেই ?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ানা
নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

মদন বোব, সুরেশ, শিবনাথ ও খেমটাওয়ালীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিজ্ঞাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাকতে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আসছি, এইখানে একটু কাজ সেয়ে আসছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে।

জগমণির প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'রবে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে' কর, কি জানি, একটা যদি বাজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

১ম খেমটা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে, দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিজ্ঞাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা ত বেশী নয়?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চৌদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বলছি ভাই, তাই বলছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে

একটা বেঞ্জার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে
তবে জাতে উঠি !

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন !

মদন। ক'নে গাইবে ?

সুরেশ। গাইবে না ? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে ? এরা সব
রাত্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (Deputy Magistrate) গাও হে
ক'নেরা গাও ।

খেমটাওয়ালীগণের গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুন্সিল ।

ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ ছ-পোড়, বদনখানি বাদার বিল ।

মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,

আকর্ণ হাঁ, দু' মেড়ে ফাঁকা,

গন্তে গেছে বাছার দাড়ী, উল্টো চোটে মজার দিল ।

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না ? চুপ ক'রে কি ভাবছ ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'লছো ?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ?

শিব। রামঃ !

মদন। তাই ব'লছি, তাই ব'লছি ; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রা-
ওয়ালার ছোড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর ।

মদন। এ কে ? এ যে সেই চাপরাসী !

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখেছো, আ মরি মরি!

২য় থেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখেছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখছি গোঁপ-টোপ তো
কামায় নি?

শিব। চল্‌ সুরে চল্‌, তোমার দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখছি, এমন বিজ্ঞাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল;
কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস। বিজ্ঞাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিজ্ঞাধরি, চুপ ক'রে আছ যে? বর পছন্দ হ'চ্ছে না
না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মস্তুর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না?

সুরেশ। সে কি দাদা? আগে বে' হ'ক।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো?

মদন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে মস্তুর পড়।

শিব। “অগ্নিদহাচ্চ যে জীবা, যঃ প্রদহা কুলে মম—”

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

খেমটা-গণ। উলু উলু উলু—

কাদালীর প্রবেশ

কাদালী। জগা, সর্বনাশ ক'রেছিস! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস?

পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগা। ও মা! সে কি গো?

কাদালী। এই ঢাথ এই সার্জন আসছে।

ইনেস্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার?

সুরেশ। এ মাকড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাস্তব ভেঙ্গে?

জমা। (খেমটাওয়ালাগণের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি বাস্তব ভেঙ্গে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু য়ে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে)

বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা, পুলিশে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বলছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাস্তব ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে।

জুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ । সে কি ইনেস্পেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিশে হাজির করবো ? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন ;—দাদার বাব্ব দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি ।

জমা । আরে বাবু, শুনিযে তো, মারা যাওগে কাছে ?

সুরেশ । মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমানার সাহেব । আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই । আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা । আমিই কুলদাদার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন ? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না ।

ইনেস্পেক্টার । আপনি আপনাদের বোকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না । আপনাদের বোয়েতে আর আপনার মেজদাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে ; বলেন তো, রিপোর্টে লিখে নিই,—আপনাদের বো আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল ।

সুরেশ । কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন ? মিথ্যা কথা । আর (যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'রবেন মনে ক'রে থাকেন, বো যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টারসাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্তি দেখনি, তাই ও কথা ব'লছো । আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে ।

কান্দালী । অ্যা, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে ? (শিবুকে ধরিয়) দেখি, তোর হাতে কি দেখি ? এই আমার নোট ! এই আল্পিন গাঁথা ! ইনেস্পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর !

সুরেশ । সে কি বিত্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে ? তুমি যে ধার দিলে ?

কাকালী। ধার দিলে বৈ কি ? আবার জ্বরদস্তি ! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালাটালি এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি ! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে ! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই ? রেজেটারী নেই কয়কে ঘরমে রাখুক গিয়া কাছে ?

কাকালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজেটারি ক'ন্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ, লে চলে ?

সুরেশ। ইনস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বলছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্তে চায়নি ; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান করবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন, আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্। কাকালী বাবু, মামলা সাজিয়েছেন বটে, টেকবে না।

কাকালী। (জনান্তিকে) ইনস্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিব না। একবার ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন ; আর নালিস বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে ধাচ্ছি।

ইনেস্। চল, এন্লোককে লে চল, আওরাংলোককে ছোড়্ দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম। বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্ লাটাকে মজালুম! নরাদম বিট্লে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল। কান্দালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী নাও; শিবু, ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বলবো।

মদন। হায় হায়, বে ক'ন্তে এসে মজলুম!

ইনেস্। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুটি লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র ঠে'য়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোমবি আও, রিপোর্ট লিখ'নে হোগা।

জগমণি ও কান্দালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। তুই ভারি গাধা। সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'রলি কেন?

কান্দালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, ছাওনোট সই ক'রে দে, তা আমার বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'য়ে গেল।

জগ। আ মুখ্যা, আ মুখ্যা! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বল্ছিলিস, ওকে অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমার পছন্দও ক'রেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত ক'ন্তে পারলি নি,—কাজ করবি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাক

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতা

পীতা। বাবু, সৰ্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে ! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি ; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কাকে ডাক্‌ছো ?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায় ?—আমায় কি ব'লতে এসেছ ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বোর কাছে যাও । যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, তাদের কাছে যাও,—আমি রেজেষ্টারী অফিসে এককলমে বিষয়, মান, মৰ্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি । বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই ! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন ।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি ? চুরি, জুচ্চুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি ? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না ; আমি কিছু শুনবো না ব'লে মদ খাচ্ছি, ভুলে থাকবো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেকুবো ব'লে মদ খাচ্ছি । আমার মহাজন শু'ড়ী কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসৰ্জন, এইতে যদিঁন যায় । যখন ম'রবো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও । যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না ।

জানদা ও উমাহুন্দরীর প্রবেশ

উমা । ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধ'রেছে ?

যোগেশ । শুনেছি, আর ছবার শোনাতে চাও, শোনাও । বড়বো, শোনাতে চাও, শোনাও । সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে । আমার উত্তর শুন্বে ? আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো ! মা, সে দিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আসুতো ; নাথ হুজ, খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত ; কে-মিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ন্ত ; সে দিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলাম, যখন আমি বাদ্যাদীর আদর্শ ছিলাম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি আমার লোকে জানতো ; আজ সে দিন নেই,—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব !

উমা । ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর ; আমি বুড়ো মা—আর আমার নষ্টাস নি ।

যোগেশ । তুমি মা ? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি ; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি ? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে !

উমা । আমার কপালে কি মরণ নেই ! যম কি আমার ভুলে র'য়েছে ! যোগেশ, তুই এ কথা বলি ? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি !

যোগেশ । মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর ? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর ? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর ? এমন পিত্তেস্ রেখ না ; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক রক্ষা ক'রবে । মা, বড় প্রাণ কঁাদছে, তাই একটা কথা তোমায় বলছি,—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার

মাকে প্রণাম ক'রবো, আবার ভায়েদের মুখ নেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুষন করবো ; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাকতুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চলতে পাচ্ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই ! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত । গাড়ী থেকে নেমে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভিতর তোমাদের দেখতেম্ ; বাড়ী আসতেম—স্বর্গে আসতেম ! আজ সেই বাড়ী আমার নরক ! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি । মা আমায় চান না, বিষয় চান ; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন । বাঃ ! কি স্রুথের সংসার ! তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর শক্তি কই ? জোচ্চোর জোচ্চোর, জোচ্চোর ! মা, আমি জোচ্চোর ! ছি ছি ছি !

উমা । বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলাম ; তুমি টাকার শোকে মদ ধ'লে, সকলে বলে তুমি বাড়ী বেচ'লে প্রাণে মারা যাবে ।

যোগেশ । প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা ! মা, তুমি কাকুন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ ! সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাকতো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি । সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি ।

পীতা । বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় ; আপনি বিবেচক বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না ।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা ! সপরিবার ভোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক আমার ছেড়ে দাও ।

মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝে পীতাম্বর, হুঁদাম রটেছে !

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার বা ইচ্ছে তাই কর ।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি ? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও ;

আগুন আছে, পুড়ে মর ; বঁটা আছে, গলায় দাও ; বিষ আছে,

কিনে খাও ; আমার কেন ব'লছ ? আমার উপায় আমি ক'ছি,

তোমাদের উপায় তোমরা কর ।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ক্ষিপ্তবে, সব পাবেন ।

যোগেশ। কি ক্ষিপ্তবে, কি পাব ? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে

পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ'বে না ; কাকুর কখনও ঘোচেনি । রাজা

যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে । এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন

দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য ! সুনাম ! রাজার মুকুট অপেক্ষাও

সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত,

বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয় ! সে

রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই ।

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে, আমার কি সর্বনাশ হ'ল !

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন । একটী কথা বলি

শুনুন, থানায় শুল্লেম, মেজ বাবু ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন ।

উমা। অ্যা ! বল কি ! রমেশ কোথায় ? তা'কে ডাক ।

পীতা। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি ।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ ; লীগ'গির আমার কাছে নিয়ে এস । দীনবন্ধু !

এ কি আবার শুল্লেম্ ।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা, শীগ্গির আন্তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মড়ার উপর খাঁড়ার বা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বটঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্তে পাঠাও মা, আন্তে পাঠাও নইলে আমি বাঁচবো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আন্তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমার ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—
ঠাকুরপোকে শাসিত ক'রবে; আমি ভুলবো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না কিছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি।

তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'রবি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্তে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাস্ক্য পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাস্ক্য গুলু জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে কাঁপ দেব।

রমেশের প্রবেশ

উমাহিন্দরীর প্রস্থান

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগ্গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন আমি সেইখান থেকেই আসছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা ক'রতে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আসবে কি গো? আমি সাহেবের সাম্নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা! আমি তা পারবো না।

রমেশ। শোন, জ্ঞানামো করিস এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবে যে
সুরেশকে মাকড়া তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস—না, বাক্স ভেঙ্গে
নিরেছে।

প্রফুল্ল। ন', তাতো না, আমি মা'হলী আনতে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বলবি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে বলবো?

রমেশ। কি ক'রে বলবি কি? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস, তেমনি
ক'রে বলবি। এই কথা বলতে আর পারবি নি?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পারবো না।

রমেশ। পারবি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন শোন, তুই এ কথা না বললে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে,
মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে গুনলে, সাহেব বড় রাগ ক'রবে,
সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর
জন্তে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'রছে, আমি মিছে কথা বলতে
পারবো না, ঠাকুরপা বলেন, বিদ্বি বলেন, মিছে কথা কইলে
নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা গুনবি নি? আমি তো'র স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে
দিয়েছেন জানিস, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা গুনতে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। থবরদার! কেটে ফেলবো, দূর ক'রে দেব। শোন, যা শিখিয়ে
দিলুম ব'লিস তো ব'লবি, নইলে আর তোর মুখ দেখবো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ?

ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্!

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'লবো না কাকাবাবু, ষাট হ'য়েছে কাকা-
বাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আনতে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি!

যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর
ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীতে
শ্রমশান ক'রতে পারতেন! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা
দাও, আমার জন্ত ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাকবো।

রমেশ। কি মাত্লামো ক'রছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিঙ্! ও দেরি না, দেরি না,
শুভকর্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও; আর বুড়ো মাকে
চালকুমড়ী কর, আর মা আমার রক্তগর্তী,—একটি মাতাল, একটি
উকিল, একটি চোর!

রমেশ। মাত্লামোর আর জায়গা পেলো না!

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধন্থ ধন্থ তোর কাকাবাবুকে ধন্থ।

যোগেশের প্রস্থান

শশুভন পৰ্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটার সন্মুখ

মদন যোগ

মদন। বরাত্ বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা
হ'ল না। বরাত্ বরাত্! আর কি ক'রবো! দিন দিন যৌবনটা
ব'য়ে গেল, কি ক'রবো! বরাত্ বরাত্! ও বাবা, আবার
পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগদ্বি ও কান্দালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্তে পারছো না? অমন ক'রছো কেন?
আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি
ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মন্দের
গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে, তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাসতুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোনপো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা!

কাদালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'ল্ছে, শোন না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটা কথা ব'ল্তে হবে, এই কথা,—তুমি
 ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র ক'রে নিয়েছে।

সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে, তুমি ব'ল্বে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব।

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখন নিতে আসবে!

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি—

মদন ঘোবের প্রস্থান

কাদালী। জগা, তোর যেমন বিচ্ছেদ, পাগ্লার কাছে এসেছিঁস সাক্ষা
 ক'র্ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সামনে
 তোকে ক'নে বলে।

জগ। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্গাটাকে দে
 বলাতে পারতুম, তা হ'লে ম্যাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল্ দেখিন্?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টিদেবতা?
 যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে
 যাও; যেও না, যেও না, যেদোকো এনে দিচ্ছি, আড়'ছে মার।

সকলের প্রস্থান

পুলিস-কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার,

পীতাম্বর, জমাদার, কন্স্টেবলগণ, পাহারাওয়ালীগণ

ও কোর্ট-ইনস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ রাও, চোপ্।

ইন্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিউলন্দী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই আপিয়ার ফর্স্ দি ফার্স্ট প্রিজনার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্স্ দি সেকেন্ড প্রিজনার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই আপিয়ার ফর্স্ শিবনাথ (I appear for Shivnath)।

জমা। খোদাবন্দ! ঘরসে বাকস্ তোড়কে আসামী সুরেশ মাকড়ী চোরি
করকে অন্নদা পোদ্দারকা লোকানমে বেচা।

ইন্টার। ব্রেকিং বক্স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (Breaking box, stealing ear-ring)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যান্ড (I understand)।

ইন্টার। গাওয়া লে আও—

রমেশের প্রবেশ

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, বাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন
মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইন্টার। কি নাম ?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমার সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাস্কেতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাস্কে ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অল্পদা পোদ্ধারের দোকানে দশ টাকায় বাধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হজুর, ধর্ম-অবতার! আমার একটা আয়ুজি শুনতে আজ্ঞা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম কোন হায় ?

ইন্টারপ্রোটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে কথা

ও ইজ ইট (Oh is it) ? ক্যা আয়ুজ বোলো ?

পীতা। হজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুরকা গাওয়া ডেও।

সুরেশ। হজুর, ধর্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমার দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমার সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ার মিথ্যা কথা ব'লছে! ধর্ম-অবতার, আর একটা আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড্ ফর ইওর কন্‌ফেসন্

(young man, you will be punished for your confession)

ইন্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়! যখন আমার ভাই আমার মেয়াদ দেবার জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ্ ক'ন্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পারছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা' উকিল, আমি নিষ্ঠুৰ্ণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং অণ্ডার পুলিশ পায়সুয়েসন্ (He is speaking under Police persuasion)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্প, আই হাব ওয়ারণ্ড্ হিম (No help, I have warned him)। তুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে!

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতির সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! আমি একজন পোন্ধারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলান্দারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট-চুরির কথা কি বলো?

জমা। ইন্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যার থোদাবন্।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার। এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী! যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার
হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিসচার্জ ইয়োর ক্লায়েন্ট (Mr.
Pearson I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারশিপ (Thank yourWorship)।

ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্টারভেটর ওউকিলগণের গ্রহান

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে একবার দেখি !
সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো ! তুমি সদাশয় আমি জান্তেম,
কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তা কখনও আমি জানি নি।
তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্লেম ; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে
ভুলব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণাও শোধবার চেষ্টা পাব।
সুরেশ, ভাই একবার কোল দাও ! আমার কোন গুণ নেই, তোমার
কিছুই ক'ত্তে পারবো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যেন যে, আমার প্রাণ
দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি
আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র
থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—
আধমুঠো তোমায় দেব, ভাইরে, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার
ভাই-ই তোমার শত্রু ! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট
ভাই ! তোমার নফর !

পাহারা। চল ! চল ! হাড়বড়াও মৎ !

জমা। আরে রহো রহো—

সুরেশ। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখ'—আমার মত লোকের
কুসঙ্গ ছেড়ে সং হও, লেখাপড়ার মন দাও, মাহুয হবার চেষ্টা পাও,
আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চ'ল্লেম, কুলে কলক
দিলেম ! তুমি ভাই, তোমার মাকে সদৃশে স্মৃথী ক'রো, যদি কখন'

আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন' আমার ছায়া
মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমার
শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নিরর্থক, তাঁদের উপদেশ শুনি
নি ; আমার এক অহরোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার বুড়ো
মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন,
মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে
সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'রবে, তোমার মা যেন
তাকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, কেউ দেখে'বার
লোক থাকবে না, পার যদি এক একবার যেনোকে আদর ক'রো।
ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার
আপ আমি শুধুতে পারবো না, তুমি এ অকর্মণ্যের জন্ত কেঁদ না !

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটির সম্মুখ

কান্ধালী ও পীতাম্বর

কান্ধালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন
অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও
প্রকাণ্ড অস্ত্র।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন ?

কান্ধালী। আপনার বন্ধুত্ব বাজনা করি, আপনার সোহাদ্দা জন্ত আমি
একান্ত মূললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি ?

কান্ধালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর ?

কান্ধালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ
অসিত ক'রলেন, এখন যা'তে আপনি খোস মেজাজে নিরুদ্ধেগে কিঞ্চিৎ
অর্থ সংগ্রহ ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিরুদ্ধেগে কাল
কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্ভ্রান্ত ক'স্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্ভ্রান্ত' ক'রলেন ?

কান্ধালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত ?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে বলছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কান্ধালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'রছি ; আপনাকে
আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কান্দালী। উর্ধ্বম উর্ধ্বম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'রতে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কান্দালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কান্দালী। বুঝবেনই তো—বুঝবেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে বেবে?

কান্দালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'রবো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কান্দালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিছুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিস রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে ব'লবেন,—কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কান্দালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কান্দালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'রবো, দুর্জনেকে সাজা দেব।

কান্দালী। ভাল, পাঁচশত টাকার না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি ‘পর্যবেক্ষণ’ করুন; ‘পর্যবেক্ষণ’ করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাকালী। ম’শয়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়বে না, যে টাকা মকদ্দমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক থাকবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কচ্ছেন, চ’লে যান না।

কাকালী। তুমি তো নেহাৎ নির্কুঙ্কি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোথেকে এ বালাই এল ! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও ; দুর্গা দুর্গা সকাল-বেলা !—

কাকালী। আচ্ছা চল্লম, দে’খে নেব; উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝবে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই রকম স্যুটে (Suit) মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক’ম্বতে চান।

রমেশ। পীতাশ্বর, তুমি কি ক’রে বেড়াচ্ছ ? শুনছি নাকি বোকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে ? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখতে পাই, দাদা মদে-ভাস্ক্রে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক।

পীতা। ম’শায়, যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েন্ট (Receiver appoint) ক’রেছি, যেদো সাবালক হ’লে রিসিভারের ঠেয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জুন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান !

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন। আমি দুর্জন বটে ?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি ভাই ভ্রাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তারে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্লামো ক'রবেন, আর আমি কিছু বলবো না। আর বাড়ীতে শূঁর অধিকার কি ? উনি তো কন্ভে (convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েন্টস্ বিহাফে (Client's behalf) দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, এমনি কন্ভে (convey) হ'য়ে গেল ?

রমেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল ? তোমার নামে ডিফামেসন স্যুট (Defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্ট্রারি আফিসে মটগেজের কাপি দেখে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মটগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'রবো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ'।

পীতা। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পারবো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমার পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরোধম্ !

পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'রছেন কেন ? শুনুছি তো আপনাদের বড়বো আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক'।

আপনার দাদার দফা নিশ্চিত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্ছেন;
 এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা
 দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জাতকে দিয়ে ওর দেশে
 এক মামলা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্তুতো
 ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'ম্বতে হবে।

উভয়ের ঐহান

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ

প্রেসিডেন্সি স্কুল

কয়েদিগণ, সুরেশ ও মেট

১ম কয়েদী। কঁাদছো কেন ? ছ'টা বছর দেখতে দেখতে যাবে। এই আমি পাঁচ বছর আছি, দিন কতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি, দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা, কি হাঁ ক'রে দেখ'ছিস্ ? পাথর ভাঙ্।

সুরেশকে প্রহার

সুরেশ। উঃ মা !

মেট। হাঃ হাঃ ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্ শালা ভাঙ্ পাথর ; জোরে ঘা দে, এই কঁাড়িটি সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্কা হ'য়েছে !

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ !

১ম কয়েদী। তোর অন্দেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্ ?

সুরেশ। আমার ঠেয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর থেকে টাকা আন্ না, যোগাড় ক'রে হাঁসপাতালে থাক না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব ?

মেট। তার যোগাড় ক'রুছি। আমায় যোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাকবি, তা বুঝতে পারবি। খন্তরবাড়ী তো খন্তরবাড়ী !

মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-মানার জারি কর,
পাথর ভাঙো, আর মেটের বেত খাও ।

টারণ্‌কি (Turnkey), রমেশ ও কাজালীর প্রবেশ

টারণ্‌কি । এ আসামী, তোমরা উকিল আয়া হায় ।

সুরেশ । মেজলা, আমায় কি এমনি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয় ? আমায়
বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল !

রমেশ । চুপ ক'রে শোন, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কালই খালাস
ক'রে নিয়ে যাই ।

সুরেশ । আমায় যা ব'লবে শুনবো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী
থেকে বে'রব না ।

রমেশ । দেখিস, খবরদার ।

সুরেশ । না মেজলা, দেখো, আর আমি কখন কিছু ছুঁছুমি ক'রবো না ।

রমেশ । আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে
ছাড়িয়ে নিতে হবে । কোম্পুলির টাকা ঘোগাড় ক'ত্তে হবে, সই কর ।

সুরেশের সহি করণ

রমেশ । কাজালী, কোথায় গেলে ? সাক্ষী হও ।

সুরেশ । দাদা, তোমার সঙ্গে কাজালী কেন ?

রমেশ । সাক্ষী হবে ।

সুরেশ । কিসের সাক্ষী ? র'সো, যাতে কাজালী আছে, তাতে অবশ্যই
জুচুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট
(Transport) দেবার চেষ্টা ক'রছো ।

রমেশ । না না, কাজালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্, নেই নেই । দে,
আর একজনকে সাক্ষী ক'রবো এখন ।

সুরেশ । আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া ?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখরা বাঁধা রেখে টাকা তুলতে হবে।

সেই টাকা কোন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'রবো।

সুরেশ। আমার বখরা কি ?

রমেশ। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের জু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় ক'রেছে, এ বিষয়ে তোরও বখরা আছে, আমারও বখরা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন ! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা', আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে, তোমায় কান্দালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক-জন্মে দেখছি আমি এখন বুঝতে পারছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্তে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন' দিতে পারে না ; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে ? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে ? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে ? বড়-বৌকে কি ব'লে বোঝালে ? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু ! বোধ হয়, দাদা বৈতে নাই, কিংবা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্ত আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে ?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ ? দে দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুলছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'তে আস নি, আপনার কাজ ক'তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ, কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে নরি, ছাপাস্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বাকার—তবু যে কান্দালীর বন্ধু, তা'কে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও

কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে ! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্বনাশ তুমি ক'রেছ ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না ।

রমেশ । সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই—

সুরেশ । মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী ! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে ? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী ! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাকালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী ! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য !

কাকালী । বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্য এসেছে ।

সুরেশ । বুঝেছি কাকালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিস ক'রে ছিলেন, আমার ভালর জন্য আমার তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখ'রা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালর কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেলুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত !

রমেশ । তবে জেলে প'চে মর ।

সুরেশ । দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধ ! জেলে জুঙ্গুরী ক'ন্তে এসেছ ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান ?—
আজও তোমার বোঁগ্য জেল তয়ের হয় নি ।

রমেশ । আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও ।

রমেশ ও কাকালীর গৃহান ।

টারণ্‌কি । চল্ বে চল্ ।

মেট । খাটনা শালা, ব'সে রয়েছিস ? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ । ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না ! (মূর্ছা)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট । বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠছে ।

ডাক্তার । ইন্ ! তাই ত, হাঁসপা তানে নিয়ে যাও ।

সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান

টারণ্‌কি । খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল—লাইন্ হো !

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাহুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা । পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার হৃদয়ের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি ? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাগে বুক ধড়্‌ফড় করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বলবো ; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো ?

পীতা । গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পারলেম না বাছা, আমি কটু দিবি গলে ব'লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'রবে না ? পুলিশ থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড় ! আমি কত বোঝালেম যে গিন্নী-মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বললে যে—‘না’ ; সব ছোড়ার দল নিয়ে আমোন ক'ত্তে বেরিয়ে গেল । ন'দে শান্তিপু্রে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আসবে ।

উমা । তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্গির তা'কে নিয়ে এস । তা'কে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না ।

পীতা । দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে ! আমি লোক পাঠাই নি গা ? বড় বোমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি ; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আসবে ।

উমা । বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর সে পোনের দিন থাকুক ।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হ'ক, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমার একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হ'বার পর, ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলাম। চার বছর অবধি দাস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুঃসন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজ্ঞাও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে। পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমার দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান ঝগড়াট প'ড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো করগে।

উমা। বাবা, পূজো করবো কি! পূজো ক'ন্তে যাই, সুরেশকে দেখি, খেতে বসতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজতে যাই, সুরেশকে দেখি! হ্যাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি ব'লছি? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'সছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নেই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়, চোখে বালি প'ড়েছে, চোখ ছল্ ছল্ ক'সছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিষয় হয় ; যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখলে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বোমা কথা চাপা দেয়,—আমি আর ভাবতে পারিনি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম। কেন আমি যোগেশকে বল্লুম যে, রেজেষ্টারি করে দে। আমার ধর্মভীতু ছেলে, লোকে জোজোর বলবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাবী এই সর্বনাশের গোড়া ! যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধ'রিয়ে দিতে সাহস ক'ত ? আচ্ছা ! বড় বোমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল ; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, “মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব ?” গোবিন্দজী কেন আমায় এ মতি দিলেন ? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খোয়াতে বল্লুম ! আমি আজন্ম তোমাসা করেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম ? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল ! আমার ধর্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে—তাই বাছা, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ-টোয়াদ হ'য়েছে ?

পীতা। দেখলে সে দিন কালীবাটে পূজো দিয়ে এলুম ; মেয়াদ হ'য়েছে—মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয় ? তোমার যেমন কথা, এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাতদিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'রবে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয় ? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কা'ল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা ?

পীতা। হ্যা গো হ্যা ! ভাল যন্ত্রণা ! এ বুড়ী ম'ম্ববে কবে গা ?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি !

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো করগে।

উমা। বাই বাবা, তবে নিয়ে যাস।

উমাহৃদয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কঁাদছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্লে পাষণ ফেটে যায় ? মাগীকে ধ'ম্কে ধাম্কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না ! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি ক'রবো, কিছু ভেবে পাইনি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুক তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস করি। একটু নিথর হ'য়ে থাকলে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেলছেন—কঁাদছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে ? আমি ত বাপু বড় বড় কোন্সুলিকে কাগজ পত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পারলে না ?

পীতা। কই আর পারলেম ? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কসলুম, কিছুই তো ক'ন্তে পারলেম না ! হুঃখের কথা কি বল'বো, জমানারের ঠেয়ে শুন্লেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সে কি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্কা ছেলে, পাথর ভাঙলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম ! আর তো টাকা হাতে নেই মা ! মাগো, তুমি গরনা খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দ্বি়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে যে বুটো গরনা।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা নিতে হবে না; একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ করবেন না, বোধ হয়, ব্যাক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেবী ক'রো না, যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর; আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বলবো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সামনে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'রছে, জেলদারোগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার গুর চেয়ে সুরেশের জালা বড় হ'য়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ ক'রে খেয়ে নিই।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবো, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমার পাঠিয়েছে; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আনবে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই ক'রলেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই ক'ন্তে ব'লেই সই ক'রবে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্তে মন কেমন ক'রছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কঙ্গ, মা গুনবেন।

প্রফুল্ল। মাকে ব'লবো না ?

জ্ঞানদা। না না, খবরদার বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে ?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, গুনলেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ'গিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম ; আমায়

চুপি চুপি মাকে ব'লতে ব'লেছিল, তোমায় ব'লতে বারণ ক'রেছিল ; না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে ; আমায় ভুলিয়ে রাখতো—আজ আন্বো কাল আন্বো ; আমি কা'ল পরশু দু'দিন বরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলেম। আমায় ব'লে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন' কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে ম'রবো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই নি, যেদোকো দেখতে পাই নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা ! সে কি চণ্ডাল ! আপনার জ্বর সঙ্গেও

প্রতারণা ! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাকতো, জ্বরী-পুলের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে ?
এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি গুর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন গুর নিন্দে গুনতে নেই, হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে ?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আনতে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে ? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আসতে দিকুম না, দেখতুম দেখি, কেমন ক'রে আসতে। আমি যেদোকো কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যাব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে,
আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে,
—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন
ক'রে? মা আমার কি ব'লে দিগেছেন—~~আমার~~ আমার কথা কি ক'রে
শুনবো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুনবো?—দিদি, আমি খাব না, কিছু
কম্বোনা, আমি ম'ম্বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আর, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, বাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে
তেল মাথিয়ে দিয়ে ঘেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—
ও মা! বটঠাকুর আসছে। দিদি, ঘেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্ল প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে, বল না? বাবা, আমার
মন কেমন ক'চ্ছে, বাবা!

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে বাই, মাষ্টার ম'শায় মারেন; ছোটকাকা
বাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন আসবে?

যোগেশ। রাত্রে আসবে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, ভুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে
কঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কঁদছে কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেহে, তোর কাকীমা এসেছে রে !

বাদব। ছোট কাকাবাবু ?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আসবে।

বাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখবো মা !

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকীমার সঙ্গে খাবি, যা।

বাদব। কাকীমা, কাকীমা—

বাদবের প্রস্থান

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব

ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিরে ঠাকুরপোর ঠেয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা বলতে এসেছেন, শুঁকেও কি বেশ শিথিয়ে পড়িয়ে

ত'য়ের ক'রেছে নাকি ?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন ? চন্দ্রে বলক আছে, তবু

মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপোর জন্ত ও তিনদিন খায় নি।

ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আসবে—আফ্লাদে আটখানা হ'য়ে

ব'লতে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জ্ঞান না, জ্ঞান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি ! এমন কথা মুখে আন ? আবার সকালে শুরু ক'রেছ নাকি।

যোগেশ। উঃ ! সব ভুলতে পারছি, স্বরেশটাকে ভুলতে পারছি নি !

জ্ঞানদা। তা স্বরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'রবো ? অামা হ'তে কোন উপায় হবে না।

পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞানদা। ছি ছি ! কি হ'লে ?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জ্ঞান।

জ্ঞানদা। ভগবতি ! তোমার মনে এই ছিল মা !

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাক

গরাণহাটার মোড়—ওঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীঘর

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল ?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক ~~কি~~ শোক ! পুত্রশোক নিবারণ
হয়, টাকার শোক যায় না ।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'লে সত্যি—
মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে ? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে
এইটে ক'রেছে ?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্য
কাজ নাই। রমেশবাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে
নিতো, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধু থা' পেয়েছেন ? দশ হাজার টাকা
পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো ? ব্যাক খুল্‌বে সন্ধান
পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে ; জুচ্চুরি মতলবটা দেখ !
ও সাজস, সাজস ।

১ম ব্যাপারী। স্তুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস ।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের এবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না ।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুক দেখিয়েছিলেন ।

দেও। আর ভয় নেই হে ! আর ভয় নেই ।

২য় ব্যাপারী। “আর ভয় নেই” ব'লেই হ'ল, না বাতী জালালেই হ'ল ।

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ ;
শুন্ছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ
সাজস, না সত্য ?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জানলেন ম'শয় ?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক
পেমেন্ট ক'রবে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'বো না। রমেশটা আমার
সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে ঘেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারী হ'ল কি ক'রে ?
ঠকানও বটে, সাজসও বটে ; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে
গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে
ফাঁকি দেবেন, মতলব ক'রেছেন।

ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে
যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আসবেন চলুন। আমি ব'লছি
আসবার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতা। চেকবইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না ; একখানা চেকবই নিয়ে
আসবেন, আমাদের দেবে না। আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা
দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্সেল ক'রে আসবেন।
আর হাজার দুচ্চাব টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি
জেলে কিছু সুবিধা ক'রে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারবে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই

নি, সুরেশটাকে ভুলতে পারছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আতা! কি দুর্ভুজিই ঘটলো! কারে দুষ্টি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই বা কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়্গায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুসু দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দ্বারে ফিরেছি; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুসু দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, না ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

৩য় ব্যাপারী। এই যে ষোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ন্তে হয়? ধর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে

দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীঘরের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার।

আমি কেঁদে-বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটী বার ॥

মদ খেয়ে বেড়াস্ খেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,

কোলের জেলে দেখ'লিনি চেয়ে,

আমিও মাত'বো মদে মা ব'লে ডাক'বো না আর ॥

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ' যে? এক গ্রাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচুরির আর জায়গা পাও নি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

স্ত্রীলোকের প্রস্থান

যোগেশ। ধিক্ আমার! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমার

জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাবনা, যার যা অদৃষ্টে আছে,

ভাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'রবো? আমি

যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার

দোষ? যাক—কে কার জন্ত মরে, কে কার জন্ত বাঁচে? যে মরে

মরুক, আমার আর পেছু কেনবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি,

সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই গু'ড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা?

টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন, র'য়েছে !
(দোকানে প্রবেশ পূর্বক) ভাই, এই ঘড়ী ঘড়ীর চেন রেখে এক
বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব ।

ভুঁড়ি । আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিষ বাঁধা রেখে দিই নি ।

যোগেশ । দাও ভাই দাও, নিনেন আধ বোতল দাও ।

ভুঁড়ি । দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও । ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অল্প
দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা ? নিন, ভদ্রলোক
—চাচ্ছেন, ফেরাব না ; পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে ।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক
বা চায়, দিস্ ।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুহিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,

যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না ।

চোঙ্গা ক'রে শাল পাঁতাতে, চাট দেবে হাতে,

ভেলমাথা মটরভাঙ্গা মোলাম বেদানা ॥

রাস্তায় পীতাঘরের প্রবেশ

পীতা । কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না ! বাবু কোথায় গেলেন ? ভুঁড়ির
দোকানে ঢুকলেন নাকি ? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন ।

ভুঁড়ি । ম'শায়, যান কেন ? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে ।

পীতা । দুর্গা দুর্গা !

পীতাঘরের প্রস্থান

১ম মাতাল । আশ আবার গাই আয়—আবার গাই আয় ।

২য় মাতাল । বেশ ! বেশ ! খুব আমোদ হ'বে ।

গীত

চুচ্চুরে হ'রে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,

হরু বড়ী তামাক দেয় সেধে ;—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর ঘরে ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পারে,

নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা ।

মুদিনীর এমনি কেতা, গড়ে থাক যেথা সেথা,

অমাদার পাহারা'লার নাইক' নিশানা ॥

পীতাধরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা । কি সর্বনাশ ! এও দেখতে হ'ল ! হাড়ী বাগদোদের সঙ্গে বাবু
নাচেন । বাবু, বাবু, কি ক'ছেন ? আসুন ।

যোগেশ । পীতাধর, পীতাধর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে
না, আমোদ হবে না—

পীতা । ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে
আসতে পারিস্ ?

মুটে । নেই বাবু, হামি লোক পারবে না, মাতোয়াল হুয়া ।

পীতা । ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মাছুষ লোকটা
বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব ।

গুঁড়ি । ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা ।

যোগেশ । নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না ।

১ম লোক । চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন ।

যোগেশ । আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন ।

মাতালগণ । আয় আয়, বাবু ডাকচে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে ।

যোগেশ পীতাধর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল । ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস ।

গুঁড়ি । যাচ্ছি বাবু ।

প্রস্থান

পঞ্চম পর্ভাক

জানদার বাড়ীর উঠান

জানদা ও প্রফুল্ল

জানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মাছঘের মতন আছেন,
পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম দেখবেন বলছেন।

যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জানদা। আমি কি ক'রবো বোন, সহরে অলিতে গলিতে গুঁড়ির
দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত
হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে
আশীর্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে
ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না।

জানদা। ও বোন, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি
গুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি
ছাড়বে বোন?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো গয়না বেচে দিই; একশো দু'শো
টাকায় হবে না?

অগমণির প্রবেশ

অগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা ? আমি যে তোমাদের খুঁড়ী হই। আহা বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো !

জ্ঞানদা। কেগা তুমি ? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুঁড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা ?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোণার সংসার ছারখার গেল, তাই দেখতে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন ?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি ? আহা, সুরেশ আমায় জান্তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার ক'ন্নত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো !

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকুরণ শুনবে।

জগ। চুপ করবো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ! অমন ডব্কা ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল !

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'ন্নলে ? বাছাকে আনতে পাঠালে না ? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে ? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ ?

জগ। আহা, সুরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে, ঝি—ঝি, মাগীকে
তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড়বোমা, কি বড়বোমা?

জগ। কে, দিদি? আমার চিন্তে পারবে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী
ব'লতো।

জ্ঞানদা। তা ব'লতো ব'লতো, দূর হবি ত হ'; ঝি মাগী কোথায় গেল,
দূর ক'রে দিক না গা।

উমা। ছি মা ছি, দুর্ভাগ্য কারুকে ব'লতে নাই, মাহুৰ বাড়ীতে এসেছে।
এস দিদি এস, মেজবোমা, একথানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন! ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কন্ আমাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তোমাদের সোণার সংসার
কি হ'য়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিনজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম, নিরিবিগি বলতুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব,
তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা
ব'লতে এসেছিলুম। গিরীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই ব'লতে
এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্তমনস্ক হ'চ্ছে।

উমা। আর বোন, আমাতে কি আমি আছি ; সুরেশকে না দেখে
আমি দানো পেয়ে র'য়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে !

জ্ঞানদা। তুমি কি কর ?

জগ। ভয় নেই মা ভয় নেই। দিদি, নিরিবিজি ব'ল'বো, বৌমাদের
যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা, কি ব'লছে শুনি !

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে !

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা ? তোমরা এস, একটা কি ব'লছে মাহুস,
শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'লছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী !

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড় মুন্সিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর
চুরি ক'স্বত, ওর চুরি ক'স্বত ; আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ
দিয়ে, জমান্দারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম ;
এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি ! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো ? বাবা তো
আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গুণে হয় ; ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোড়া, সেই
সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর, তার পর ?

জগ। আমি দিদি, এ টাকা ক'থা ধরি নি ; কিন্তু কৰ্ত্তা, সে পুরুষমানুষ বড় টাকা মায়া ; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'লে, “টাকা কি ক'রেছি?” আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লম, “স্বরেশকে দিয়েছি।” এই স্বরেশের ঠেঁয়ে হাওনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টালতে পারিনি। সে বলে, “নালিস ক'রবো।” বলে, “কেন ? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন ?” কি ক'রবো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানলা। এত কথা কি হ'চ্ছে ?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মস্তর প'ড়ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে !

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি স্বরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্জীর ইচ্ছায় শুন্ছি, একটু হিল্ল লাগছে ; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই হুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার নিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কৰ্ত্তা তো আর রাখতে চায় না ; সে বলে, “কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'রলেই চুকে যায়।”

উমা। কিসের সই ? আবার সই কিসের !

জগ। কে জানে বোন, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব ; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক ! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। স্বরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'লতে এসেছি, অমন ডব্কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা । দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছ, পরশু দিন আসবে ।

জগ । কে চিঠি লিখেছে গো ?

উমা । পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে ।

জগ । নবদ্বীপ কি গো ?

উমা । তবে কোথা গিয়েছে ?

জগ । ও মা, তুমি কিছু শোন নি ? না বোন, ব'লবো না, আমার বোমায়েরা বারণ ক'রেছে ।

উমা । তুমি বল, শীগ্গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে ! সে কি নেই ? সুরেশ কি আমার নেই ?

জগ । নেই কেন, বালাই !—কর্তা তো ঠিক বলেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে ।

উমা । কি, কি, আমার বল—আমায় শীগ্গির বল ?

জগ । ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল । সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সহি ক'ন্তে ব'লবে চল । যা হবার হবে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে ।

উমা । শীগ্গির বল, শীগ্গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্গির বল ? আমার প্রাণ থাকতে থাকতে বল ; বল, বল,—তোমার পায়ে পড়ি বল ? দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল ?

অন্তরালে প্রফুল্ল । ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে !

অন্তরালে জ্ঞানদা । ওরে তাই তো !

জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞানদা । মা, মা, অমন ক'ছো কেন মা ? তুমি চ'লে এস, দূর হ মাগী, দূর হ—

উমা । বল—বল, শীগ্গির বল, কেন দ্রোহত্যা দেখ্‌ছো ; তুমি সেকলে

মাহু, জীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ,
স্বরেশের কি হ'য়েছে বল ? আমার স্বরেশকে পাব তো ?

জগ। দিদি, কি ব'লবো বল, তার যে জেল হয়েছে ; সে পাথর ভাজছে।

উমা। অ্যা ! জেল হ'য়েছে ?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাঙ্গসী ; দূর হ।

উমা। অ্যা ! জেল হ'য়েছে ? পাথর ভাজছে ? মধুন্দন ! (মূর্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা ! কি হ'ল গো ! কি সর্বনাশ হ'ল ! মা, মা, মিছে
কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী !

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূছো
গেল,—কাল আবার আসবো। মাগী যেন জ্বাকা, মূছো যাবার
আর সময় পেলেন না ! কাজের কথা শোন, তবে তো মূছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, মাগীকে গর্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্কে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না ? সেইখানে গিয়ে
ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মম ! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছি কেন ? গোল ক'চ্ছি কেন ?
আমি উঠবো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো !

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'লছে ? মা, ওঠো মা !

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'লছে মা, ওঠো মা !

উমা। আ মম ! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'লবো, এমন কিও সঙ্গে
দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মারলে।

জ্ঞানদা। হায়, হায় ! মেজবৌ রে, সর্বনাশ হ'ল ! মা বুঝি ফেপলো !

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্গতে পেটে স্থান দিয়েছিলাম ! বাবা রে, তুই কি আর কিয়বি ! আর কি মা বলবি ! তুই যে আমার হারানিধি ! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙছে ! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্বনাশ ! কি হবে ! মেজবো, ঝিকে লীগুগির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে ডেকে আহুক ।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'ছো কেন ? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপা আবার ফিরে আসবে, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; মা, মা, শুনছো মা ? মা, মা !

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি খুশুরবাড়ী যাব না মা, আমার খুশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব ।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি বলছো ? আমি যে তোমার বড়বো ।

উমা। ওহো-হো-হো ! কি হ'ল, কি হ'ল ! বাপ রে, সুরেশ রে !

ও বাবা, তোমায় ধরে রেখেছে বাবা ? বাবা, তাই আস্তে পাশ্চ না বাবা ? তুমি যে মা নইলে থাকতে পার না। আহা হা ! হা ! কি হ'ল, কি হ'ল ! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে ণাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—“রানী মুদিনীর গলি”—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো ! এই যে বড়বো, ও প'ড়ে কে, মা ? তুলছো কেন, তুলছো কেন ? ঘুমুক ; হয় মদ ণাও, নয়

মাহুৰ, স্ত্রীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ,
স্বরেশের কি হ'য়েছে বল ? আমার স্বরেশকে পাব তো ?

জগ। দিদি, কি ব'লবো বল, তার যে জেল হয়েছে ; সে পাথর ভাজছে।
উমা। আঁ! জেল হ'য়েছে ?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী ; দূর হ।

উমা। আঁ! জেল হ'য়েছে ? পাথর ভাজছে ? মধুসূদন ! (মূর্ছা)
জ্ঞানদা। ও মা ! কি হ'ল গো ! কি সর্বনাশ হ'ল ! মা, মা, মিছে
কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী !

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মুচ্ছা
গেল,—কাল আবার আসবো। মাগী যেন জ্ঞানদা, মুচ্ছা যাবার
আর সময় পেলেন না ! কাজের কথা শোন, তবে তো মুচ্ছা যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, মাগীকে গর্দান্না দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোকগে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না ? সেইখানে গিয়ে
ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর ! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছি কেন ? গোল ক'চ্ছি কেন ?
আমি উঠবো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো !

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'লছো ? মা, ওঠো মা !

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'লছো মা, ওঠো মা !

উমা। আ মর ! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'লবো, এমন কিও সঙ্গে
দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মারলে।

জ্ঞানদা। হায়, হায় ! মেজবৌ রে, সর্বনাশ হ'ল ! মা বুঝি ফেপ'লো !

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্গতে পেটে স্থান দিয়েছিলেম ! বাবা রে, তুই কি আর কিম্বি ! আর কি মা বলি ! তুই যে আমার হারানিধি ! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি । আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙছে ! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্বনাশ ! কি হবে ! মেজবো, ঝিকে শীগ্গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে ডেকে আনুক ।

প্রক্লর প্রস্থান

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'ছো কেন ? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আসবে, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; মা,মা, শুন্ছো মা ? মা,মা !
উমা। হ্যাঁ মা,তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা,আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব ।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি বলছো ? আমি যে তোমার বড়বো ।

উমা। ওহো-হো-হো ! কি হ'ল, কি হ'ল ! বাপ রে, সুরেশ রে !
ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা ? বাবা, তাই আসতে পারছ না বাবা ? তুমি যে মা নইলে থাকতে পার না । আহা হা ! হা !
কি হ'ল, কি হ'ল ! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ । পীতাম্বর, ছেড়ে লাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—“রাণী মুদিনীর গলি”—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো ! এই যে বড়বো, ও প'ড়ে কে, মা ? ভুলছো কেন, ভুলছো কেন ? ঘুমুক ; হয় মদ খাও, নয়

ঘুমও, বাস্! বড়বো, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর
মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি বলবো বাছা, সর্বনাশ হয়েছে! এক মাগী এসে
মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সঙ্গরম হ'ক; থেয়ে
পড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মুর্ছা গিয়েছেন,
দেখছেন না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মুর্ছা যা না।

পীতা। না, মাত্লামো ক'রবেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীমাকে বিছেনায়
নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই; গিন্নীমা গিন্নীমা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাকরুণ এ দিকে আসছেন নাকি? রান্নাঘরে
যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাহুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস, এখুনি আছাড়
থেয়ে পড়বে।

পীতাম্বরের গমনোত্তোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা বাস্ শালা? মেয়েদের
পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যানু ম'শায়, মাত্লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপ'রাও শূয়ার, আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর
থেকে যা বলছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও।

শালা, অন্তরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফিস্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি ?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাঘর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই ; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি ?

ইট লইয়া পীতাঘরকে প্রহার

পীতা। ওরে বাপ্ রে ! খুন ক'রলে রে, খুন ক'রলে রে !

প্রস্থান

যোগেশ। ধন্ন শালাকে ! চোর, চোর, চোর—

পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ । ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখতে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি ।
শিব । তা আন্ব হে, তুমি এতো মিনতি ক'রছো কেন ? তোমায় যে বাঁচাতে পারবো, এ আমার মনে ছিল না ; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই ? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন ; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'রছে, তোমায় আর কি বলবো । মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না ।

সুরেশ । শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুদ্ধে পারবো না ।

শিব । তুমি ঐ কথা একশোবারই বল । তোমার ধার আমি কখনও শুদ্ধে পারবো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ ।

সুরেশ । ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বোর কোন খবর পেলে ?

শিব । না ভাই, আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলেম না ; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাডভারটাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্টিভ পুলিশ (Detective Police) কে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুরছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'রতে পারছিনি ।

সুরেশ । তারা বোধ হয় বেঁচে নাই ; দাদার কোন খবর পেয়েছ ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি বলবো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্বার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোণার সংসার ছাড়াই হ'ল। কি কুসংগেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরদ্বীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ করছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকদ্দমা করবো। তোমার মেজদাদার জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা বলছেন, বাড়ী বেচতে হয়, সেও করুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জন্ম হয়, তা করবেন।

সুরেশ। ইয়া হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্গির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আসবে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জরে কাঁপছে, আমি এত বারণ করলেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা বেচারী রাস্তায় ভিড়মি গেল, আমি এক বিপদে পড়লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সামলাব, না তাকে নিয়ে সামলাব।

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জানবে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের স্মার মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে

নিরে এল ; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও ; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই ; মা বলেন, তোরা দু'ভাই ! আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই ; আমার পুলিশের কথা মনে পড়লে এখনও গা কাঁপে ! তুমি আপনাকে বিসর্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধরেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'রছিল, সুরেশ কেমন আছে ? আমি ব'লেম, ম'রে গেছে, খুসী যে ! পথে আবার কান্দালে বেটা ধ'রেছে, তাকেও ব'লেছি, তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর ব্যাটাই বল, মাথা চালতে লাগলো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা। মনুষ্যের অব আগলিনেস্ (Monster of ugliness) ! শিবুবাবু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'রছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম নয় ; সেয়ে গিয়েছে তো, সকাল বিকেল খানিক খানিক বেড়িয়ে আসবে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় পর্ভাক্ষ

কান্দালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কান্দালী ও জগমণি

কান্দালী। এখন নিশ্চিত, রামরাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুখ্যাও পীতাম্বর, ও ঘোর আহান্যক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন বাবু, তারপর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাসতে হাসতে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম?

কান্দালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এমনি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জর,—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চ'ল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর?

কান্দালী। সুরেশও মুন্দোর, ও-ও মুন্দোর, কে কাকে দেখে; ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভিন্নি গেল সুরেশও ভিন্নি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিটতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোথেকে শিবে বেটা জুটলো।

কান্দালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হঁ হঁ, আমি তো বলেছিলেম—যে, শিবকে চটাস নি, হাতে রাখা, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে প'চতো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল! ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা

পেলি বল্ দেখি ? পাগল ব'ল্লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ন্তে
পায়তিস্, না আমি পায়তুম ? বড়বোটা যে খাণ্ডায়ী, তোকে
জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত ?

কাদালী। পাগলাটা খুব হ'সিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিদ্ধক
ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি
উকীলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা
ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না
ধর, তা না হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকার বাড়ী বেচে ?
গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারী আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা ! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাটো ! মিথ্যা
যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান,
আমার বুদ্ধিতে আস্তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি
ফল্‌স্ পারসনিফিকেশন (false personification) এর চার্জ
আনতো, তা হ'লে সর্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ আনলেই হ'ল ? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ
কি ক'ন্তে ? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছ কি ক'ন্তে ? দিনে রেতে চোখ
চাইতে পারলে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ আনবে।

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাণ্ডর পেল ?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মাহুষ চিনি ; ওরা সব পতিপ্রাণা,
পতিপ্রাণা !

কাদালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত
ফ্যাসাদে ফেলেছিল ; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ
যে দক্তি, স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার ঠেয়ে দলিল দেখে
খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পারতেন না ; পাগ্লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বো মনে ক'রেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগ্লার পেটে পেটে এত, তা ধ'তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে লাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে ?

রমেশ। সে আমি এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের (Administrator General) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেন্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে ! পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবি নি।

জগ। হ্যাগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'রলে কি ক'রে ?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'রলেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কান্দালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা' ; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এডমিনিষ্ট্রেটারের (Administrator) গর্তে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'রবো, সব দিক সামলান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'রলুম না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে ; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়লে মকদ্দমা চলতো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কান্দালী। সে ভয় ক'রবেন না, সে ভয় ক'রবেন না। বেটাকে যখন কৌজদারীতে ধ'রলে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'রলে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাসতুতো ভাই, বেথ'লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কন্স্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জটি তো যে সে দেয়নি !

জগ। কি মকদ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বলিনি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে ? মনে করিস্ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের ! এই মাই ছোটো কাটাতে পারতুম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেয়েছে, কি করবো।
কান্দালী। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেস্ টা (case) ক'রেছিল্ তুনি ?

কান্দালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না ? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে ওর জাসতুতো ভাই ফৌজদারি বাধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেয়েছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিল্, যাকে মেয়েছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে ; ওর জাসতুতো ভাই প্যাচে পড়বে।

কান্দালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার খেয়েছে, ঠিকঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে দিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন ! আহা-হা-হা ! তারাই স্ত্রী, তারাই স্ত্রী ! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম ; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবকে জব্ব ক'ত্তে চাস, মাথায় লাঠি মেরে পুলিশে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মারছি, তা তুই রাজি হ'লি কৈ ?

রমেশ। স্বরেশের খবর কিছু শুনেছ ?

কান্দালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ; যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বলে, আজ তিন দিন ম'রেছে ; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'লে, কিছু ভাব বুঝতে পারছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ করবে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে।

আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বোকে আর যেনোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাদালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না, ঠিক বলছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়বোকে হাত ক'রে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে !

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি !

জগ। ক্রমে বুঝ্বে, ক্রমে বুঝ্বে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে ? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'রবো।

রমেশ। বাক, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক—তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেন্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেষ্টারটা ভারি বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাদালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা !

ভজা ! ম'রছে, পড়লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি ম'লো ! ওরে ভজা !

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। ময়—ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা ! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা ! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারী আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েছে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর ? তুমি

বল্বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী । নাম বল্বে
মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া ।

ভজ । জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর ।

রমেশ । না না, রায় বাহাদুর ব'লো না ।

ভজ । খালি জমীদারী দিয়া ? কুচ পরোয়া নেই আজ রাত্কা ওয়াস্তে
রুপেয়া লেয়াও ।

কাদালী । কাল একেবারে টাকা পাবি ।

ভজ । মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি ? রোজ রোজ টাকা চাই,
তবে এ কাজ হবে ।

রমেশ । আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও ।

ভজ । কেয়া, জমীদারকা সাম্নে দো রোপেয়া নজর লে'আয়া ? তা হ'চ্ছে
না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই ! এই ধর না, পাঁচটা একটা
আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দু-
হানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল । ষোলটা
টাকা বার কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে
মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া ! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি !
পোষাক, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটি তো তোমায় দিতেই হবে,
আমি খালি গোঁফে তা দিয়ে থাকুবো, বোধ হয়, এ থেকে এক ফোরা
আতর নিতে পারি ।

রমেশ । অচ্ছা, চারটে টাকা নাও ।

ভজ । চার টাকার মতনও কাজ আছে ; রামেশ্বর বন্ধিনাথ সাজতে
বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি । মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল
রোপেয়া নজর লেআও ।

কাদালী । আচ্ছা, আটটা টাকা নে ।

ভজ । বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাথ হড়বড়াতে হৌ ?

রমেশ । আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি ।

ভজ । এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন ? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্মীয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্তে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে ?

রমেশ । আচ্ছা, তার জন্ত আটক খাবে না ।

ভজ । জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচমে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেকা এসাই, বাত করেরগা হৌ হৌ, যেসাই বেকুবি মান্ধো—ওস্তাই বেকুবি হায় । গাঙ্কেকা মাকিক কলম পাক্‌ড়েগা উঁটা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লে'আও ।

রমেশ । তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব । (টাকা প্রদান)

ভজ । বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো, সব কথা কি মনে থাকবে, কাল টাটকা টাটকা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—বাস্ !

ভজহরির প্রস্থান

রমেশ । এ ছোকরা চালাক আছে ।

কাদালী । তা খুব !

জগ । বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'লে ? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেলে হয় না ?

রমেশ । তার জন্ত ভাবনা নেই, তার জন্ত ভাবনা নেই, সে হবে—হবে ।

রমেশের প্রস্থান

জগ । ষ্টুপিটকে এত দিন ধ'রে যে বলছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাটু দিয়ে বিদায় ক'রবে ।

কাদালী। না, তার যো কি ; আজ না হয় কা'ল, কদিন ভাঁড়াবে ?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি ; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেটে মরবো, বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই ; তুই ষ্টুপিট তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটা যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাদালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা।

(বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আশ্রন জেলে দিই ! এমন গোঁয়ার মুখ্যর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে ! আমার কতক যুগ্য রমেশ।)

কাদালী। চল চল, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ড খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল তোরে গজার ঘাট খুঁজতে হবে।

কাদালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্ কেন ? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি ?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝবি ? আমি যা খুসি করি, তুই বকাসনি।

কাদালী। যা মরগে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

তৃতীয় পর্ভাক্ষ

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ । কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি—
কেমন ধরেছি ? ভালমানুষের মতন চাবিটি বা'র ক'রে দাও, আজ
দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না ।

জ্ঞানদা । তুমি আবার কি ক'ন্তে এসেছ ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস
ক'রে ম'রছে, তাই দেখতে এসেছ ?

যোগেশ । আমি কিছু দেখতে শুন্তে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই,
টাকা বা'র ক'রে দাও, স্ফুড়স্ফুড় করে চ'লে যাচ্ছি । কাকর মুখ দেখতে
চাই নি, কাককে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, বাস্ !

জ্ঞানদা । তোমার একটু লজ্জা হয় না ? মাগছেলে অম্মাভাবে মরে, যার
বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্তে তাড়িয়ে দেবে ; বাড়ী
বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায়
কি পাব, কি নিতে এসেছ ? ধিক্—তোমায় ধিক্ !

যোগেশ । ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার ! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্,
মাকে ধিক্, যেদোকৈ ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্
ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্ ! কেমন বাবা, 'ধিকের' উপর দিয়েই একটা
ছড়া বেঁধে দিলেম । নাও, বাপের স্নপুল হ'য়ে বাজ্রটি খোলো ।

জ্ঞানদা । ওগো, একটু হুঁস কর ; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই ।
আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন তাড়িয়ে
দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়ী
নাই ? পাখীতেও যে ছেলের আদার ষোটায় । ঘরে চাল নাই,
এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্বে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ,
তোমার লজ্জা নাই ?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছে। 'যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাকলে কেউ জুচুরি করে? লজ্জা থাকলে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিন দিন ভিক্ষে ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্মে রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাস্তব রয়েছে, আমি ভেঙ্গে নিতে পারবো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটা ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা-হা-হা! ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝো।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বলছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন ক'রবো।

জ্ঞানদা। খুন ক'রবে কর, আপদ চুকে যাক।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়লিনি? ছাড় হারামজাদী—ছাড়।

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছে না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না। আমি পতিপুলহীনা, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে থাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে বলছে; রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ও মা! এ যে সিটকে মিটকে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে পড়বো নাকি!

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাকবে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই, আমার ছেলে আশুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জেচোরণী গা? এই যে থালা ঘটি বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচুরির আর জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটি-বাটি যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ওমা, ঘটি বাটি তো ঢের, থালা জোচোরের পাল্লায় পড়েছিলুম; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

বাদবের প্রবেশ

বাদব। মা, তুমি কাঁদছো কেন ?

জ্ঞানদা। বাদব, চল,—এখানে আর আমরা থাকবো না।

বাদব। কোথা' যাব মা ?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি ?

বাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

বাদব। আজ ভাত কি নেই ?

জ্ঞানদা। না, আজ র'াধি নি।

বাদব। পথে চলতে পারবো না, বড় ক্ষিদে পাবে, আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে ! ভিক্ষে ক'ন্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব ?

প্রফুল্লর প্রবেশ

বাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি ! বাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন, আমরা খাব।

বাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

বাদবের প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

প্রফুল্ল। দিদি ! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি ?

জ্ঞানদা। মেজবো, তুমি কেমন ক'রে এলে ?

প্রফুল্ল। আমার পাঠিয়ে দিলে ;—ব'লে, তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা লিখেছি, আমি নিয়ে আসছি ব'লে এসেছি ; কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না ; কি

তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না ; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিলে ডা'ন, “যেনো যেনো” ব'লে কি ফুস্ফুস করে, আমার বুক শুকিয়ে যায় ; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না !

জ্ঞানদা। বোন, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি ; রাত্রে একটু ফ্যান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ নশা হয়েছে ; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন ? মনে ক'রেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্বে ; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকতেম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি করবো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন, তোমার গয়না নিয়ে আমি কি করবো ? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু ! সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রে নিয়ে গেল ; আজ বাসন বাঁধা নিয়ে ঘরভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাবছো ? আমি তোমার পর নই,

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা,তোমার দয়া নেই ? মানুষ মরে,তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই । ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেশ হও ।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা ! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি ।

বাড়ী-। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই ।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্বনাশ হ'ল !

জ্ঞানদা। মেজবো, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা কিম্ কিম্ ক'ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা ।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি ? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো !

জ্ঞানদা। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাকুর পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ'গে যা ; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমার দি'য়ে যা ।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো ? আমি তবে যাই, এই নাও, (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি । আমি পাঙ্কীর বেহারাদের দি'য়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে ।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস ।

জ্ঞানদাকে এগাম করিয়া প্রফুল্লর এহান

বাড়ী-। হ্যাঁগা, তুমি চোখ্ টিপ'লে যে ? ওকে তো বিদেশ ক'লে, আমি বাছা তোমায় রাখ'তে পার'বো না ।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে ?

বাড়ী-। আম এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেশ হও ।

জ্ঞানদা। . এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি ; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি ।

বাড়ী-। নাও, শীগ্গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কঁাদিস্ নি—চল। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'লে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে প'ড়ে মরে থাকবো, মুদফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বাগক কোথায় যাবে? সিন্দুর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেখেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে!

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আনতে পারলে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই।
আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায়
পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। ছেলে
হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরে বেটা শুন্ছি আসছে ;
সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পারলে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না ;
ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে,
বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাবছি,
বৌটা থাকলে ছেলেটাকে মারা মুন্সিল, সে পরের কথা পরে, বাড়ী
তো এনে প'রো ; আমি চল্লম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে টেঁচার, বাড়ীতে থাকতে
ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে ? আমার অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই ; ছেলে এনে মেরে ফেল্বে ! খুদ-
কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে ছুধ-বি খাওয়াতে চাই নি,
প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক !

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ । মেজ, মা কোথা ?

প্রফুল্ল । ঠাকুরপো, তুমি কোথেকে এলে ?

সুরেশ । আমি রাত্রিবেলা যে দিক্ দে বাড়ী সৈঁধুভেম, সেই দিক্ দে
সেই পাঁচাল টপ্কে এসেছি ।

প্রফুল্ল । ঠাকুরপো, তুমি যেদোকো বাঁচাও ।

সুরেশ । তারা কোথায় ?

প্রফুল্ল । আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমার পাক্কী ক'রে সেখানে*
নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকো নিয়ে পালিয়ে যাও ।

সুরেশ । এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না ?

প্রফুল্ল । তবে কা'ল সকালে খবর নিও ।

সুরেশ । তাই নে'ব ; মা কোথায় ?

প্রফুল্ল । শুয়ে আছেন ।

সুরেশ । তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে ?

প্রফুল্ল । তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন ।

সুরেশ । তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে ? যদি আর
এক দিক্ দে চ'লে যান ?

প্রফুল্ল । না, তিনি এই ঘরেই আসবেন, যখন জেগে থাকেন, যেন
ছেলেমা'রুষ হন, যেন নতুন স্বপ্নরথর ক'ন্তে এসেছেন ; আমার মনে
করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর কি । এই খাওয়ালেম, তখনি তুলে যান,—
বলেন, “কি, ঠাকুরণ কি আজ আমার খেতে দেবেন না ?” আর
ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী ; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি ।
ঐ দেখ, আসছেন, চক্কর পল্লব পড়ছে না । মনে ক'চ্ছ—জেগে
আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন ।

উমানন্দরীর প্রবেশ

উমা ! সই কর, সই কর, মদ খাস্ খাবি ; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল । ওহো ! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে—আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে !

সুরেশ । ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ ।

উমা । শীগ্গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ,—ভাঙ, পাথর ভাঙ ; আমার সব ফুরুলো ! গড় গড়—গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি ।

প্রফুল্ল । ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা !

উমা । উঃ ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার ! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখবার যো নেই ! গড় গড়—গড় গড়—ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায় । (মূর্ছা)

প্রফুল্ল । এমনি মূর্ছা বান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন । এই দেখ না, আমার সর্কাদ খেঁতো হ'য়ে গিয়েছে ।

সুরেশ । ও মা, মা ! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন ক'চ্ছ ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ ; মা, এই দেখতে কি আমার গর্তে ধ'রেছিলে ? এই দেখতে কি আমার বুক চিরে রক্ত নিয়ে বাঁচিয়েছিলে ? হায় হায় ! এই দেখতে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম ! মা গো, আর যে সয় না মা !

উমা । ও কি—কি ! এত বেলা হ'ল, আমার কিছু খেতে দিবি নি ? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাকুরপ খেতে দেবে না ?

সুরেশ । ও মা, মা, আমার চিন্তে পারছ না ? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা !

উমা । ও কি, স্বস্তর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্, স'রে যেতে বল ; আমি
কি সেই ছোট বোটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে ?

প্রফুল্ল । মা, ঠাকুরপোকে চিন্তে পারছো না ? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো
ফিরে এসেছে ।

সুরেশ । ও মা, মা গো ! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা !

উমা । স'রে যেতে বল, স'রে যেতে বল, এখন আমি বুড়ো মাগী হ'য়েছি,
এখন আমার আদর করা কি ? বলি নি—বলি নি ? আমি চল্লৈম,
আমি চল্লৈম ; ওহো হো হো হো ! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় !

সকলের গাহান

পঞ্চম পর্ভাক

স্রাস্ত্র

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ । কি বাবা, কাজ শুছিয়েছ, আর মন দেবে না ?

মাতাল । আর মন কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মন কোথায় পাব ? (প্রস্থানোচ্চত)

যোগেশ । (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখলে নাইতো । তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখলে প্রাণ জুড়'তো, একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিতো, চুমো খেতো । দিন গেল, দিন ফুরলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল ! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে, এ যোগেশ কে, তা জান ? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাস্তু নিয়ে চ'লে এলো ; ছেলেটার হাত মুচুড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগল না । কাককে সে চায় না ; বলতে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল । ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ।

মাতালের প্রস্থান

যোগেশ । আচ্ছা যাও । কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ !

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না ।

লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও ভক্তহরির প্রবেশ

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভক্ত। ক্যা, তোম হামকো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীন্দার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভক্ত। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বলতে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভক্ত। হাম উস্কা মহাজন হায়, জমীন্দার; মোচ, দেখকে সম্ভ্রতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বলতে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভক্ত। শুহুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীন্দার নয়, সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমার জমীন্দার ক'রেছেন। আমি ঘোগেশ বাবুর বিষয় বাধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে এলেম; হাম জমীন্দার হায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হায়।

শিব। তুমি জমীন্দার?

ভক্ত। জমীন্দার নেই? রেজেষ্টার লিখ্ লিয়া জমীন্দার। ও ম'শায়, আপনি বুঝতে পারবেন না—শালা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু কীকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্রী কথা,—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীন্দার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমীন্দার আয়াসা যাগা ? সোয়াসী লেয়াও ; তোম কায়সা দেওয়ান ? তোমকো বরতরফ্ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ ? আমরা নালিশ ক'লে তোমারও তো মেয়াদ হয় ?

ভজ। অত দূর ক'রবেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠবে, লিখে দিতে পথ পাবেন না, চলুন না, 'আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও ?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন ? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে একিডেভিট (Affidavit) করিয়ে নাও না ; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

উত্তরের গ্রহান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চান্সটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্ নি, কারকে দেখাস্ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'য় করে কিনে খাস্। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা ?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোকে জল এনে দেব মা ?

জ্ঞানদা । না বাছা, তুমি যাও, খাও গে ?

যাযবের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অনূষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে
যাবে ! যেমোর কি হবে, আর দেখতে আসবো না, আজ তো
বাছা খেতে পাবে !

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ । কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পরসা পেয়েছি, ঠিক
ছটাক মদ দেবে । এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি ?

জ্ঞানদা । তুমি এসেছ ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন ;
আমায় মার্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই
সর্বনাশ ক'রেছি ! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন নামী
পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই । এখনও
শোধরাও, তোমার সব হবে ।

যোগেশ । ম'ছে, রাস্তায় ম'ত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে ?
আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! যেদোও ম'রেছে ? বেশ
হ'য়েছে ! ম'ছে, মর, আমি মদ খাই গে ; ঘরে ম'ত্তে পাশ্বে না ?
তা মর, রাস্তায়ই মর ; কি কল্পবো, হাত নেই, মদ খাইগে । আমার
সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

জ্ঞানদা । তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার
পাও, তা হ'লে আমি স্মৃতে মরি । কোন রকমে যদি যেদোকে
পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি
পাঠিয়ে যাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি স্মৃতে মরি ।

যোগেশ । তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'রবে, কেমন ?—তা বেশ ! আমি
বলতে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি

লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি
 শীগ্গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লো পারবো; আর ঘাড়ে চাপলে
 আমি কি করবো! কি বল, আমি লাধি মেরেই। আমায় মেরে
 ফেলেছি, কেমন?

জাননা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

ষোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি; আমিই
 মেরে ফেলেছি। কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! ম'চ্ছে,
 "মর—মর!"

জানদার হুতু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান
 বাগান শুকিয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাকালী

রমেশ । বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেম, গুল্মে পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে । এখন ছেলেটা কোথায় গেল ? সেটাকে ধ'ন্তে পারলেই যে আপদ চোকে । এড্মিনিষ্ট্রেটরের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি । দাদা পাগল হ'য়েছে । পীতাম্বরে বেটা যদি মামুলার উজোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত করবো ; সেও কি, হু' এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অন্ধা পাবে ।

কাকালী । জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি নরকার, দেখছি, ওর ভারি বুদ্ধি । বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'রলে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন !

জগমণি, যাদব ও মদন বোম্বের প্রবেশ

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে ।

যাদব । ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা ? আমার ভয় করে মদন দাদা !

আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রে'খে ডাকছে মদন দাদা ?

ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা !

রমেশ । ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে ।

যাদব । আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল,

আমার ভয় ক'চ্ছে ।

রমেশ। চুপ্, কঁাদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকা বাবু, আমি কঁাদবো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু; আমার তেষ্ঠা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করে নি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেলবো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজছি; মা টাকা বেধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্ঠা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চলতে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারিরভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাকালী। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বল্ছো, মিছে কথা বল্ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগলো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ ক'রেছে শুনে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন যা।

যাদব। ও মদন দাশা তুমি এসো!

যাদব, মদন ঘোষ ও কাকালীর শ্রবান

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'লবে এখন,

আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কন্সবার যো নাই ; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, নারা গেল, তুমি কি ক'সবে ?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি ; তুমি যা ব'লবে, তাই শুনিছি।

পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনাস্তিকে) ওকে দিন কতক তুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি ? হ্যাঁ দাদা, সত্যি ?

রমেশ। সত্যি বৈ কি।

মদন। তাই ব'লছি—তাই ব'লছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিবি ক'নে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা !

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে'বে না ?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন ?

মদন। দেখ দাদা, বেশার মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালায় ছেলে বে' দিয়েছিল, ছুটো কাগমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বলছি, তাই বলছি, কি জ্ঞান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

মদন ঘোষের গ্রন্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেকবে।

জগমণি ও রমেশের গ্রন্থান

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জ্ঞানতে পারলুম না, কি হুস্ হুস্ ক'লে; ছেলেটাকে কি খ'য়েছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে, আমি আর কান্দতে পারি নি, আমার কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠছে!

ষিরের প্রবেশ

ষি। বো ঠাকুরণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, কলকাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বো তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ষি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি

বাঁচবো না ; আমায় কে যেন ডাকছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদছে,
আমি কাঁদতে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে !

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে
ঘোরা, বাতিক বেড়েছে !

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্বনাশ হ'চ্ছে ! আমার বড়
মন কাঁদছে ; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন হয়,
আমার গয়নাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে
ঠাকরুণকে ধাইও, আবাবীর আর কেউ নেই।

ঝি। বালাই ! অমন সোণার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও,
কেউ নেই কি ?

প্রফুল্ল। না ঝি ! অমন আবাবী ভারতে আর জন্মায় না ! তুমি আমার
কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে ? আমি আর
বাঁচবো না, আমার কোথা ভরাডুবী হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো ; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে
নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচবে কেন ?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচতে এক তিল ইচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাবীর
জন্ত মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি
খণ্ডরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের
সোণার সংসার ভেসে গেল।

ঝি। কি ক'রবে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল বাই।

দ্বিতীয় পর্ভাক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভক্তহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত ধানায় ধানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'লকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি ?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবো'র ঠেয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে কেলবার পরামর্শ ক'ছে। তাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভেতর জ'লে জ'লে উঠ'ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ'বো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ ক'রবার জন্তই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম! তাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ'বো, তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভক্ত। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মজবো, ওকে না পেলে মজবো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শোবার ম'ত্তে হয়। মনে ক'রেছেন কি, আপনিই বাড়-ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায় নি! তবে কাঁদছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন ?

সুরেশ। তাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অল্পপণীর মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইচ্ছের মত বড়

ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রকৃত-কমল মেজ বোঁ দিন দিন মলিন হ'ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই। আমার যেনো মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ন্তে পারছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ন্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়,—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাশুমুখী মা ছিল; গ্যাটাগোঁটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না থাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঝিয়ে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক-ধুক ক'ছে। সেই রাত্তিতেই তো তিনি মরুন; তারপর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন; দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, বা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, এক দিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

স্বরেশ। আহা হা!

ভজ। র'সো, আহা হা, ক'রো না, ঝড়ে যেমন আব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলেম; তারপর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়বার আছে?

স্বরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামা বাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উছন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের চোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-পরি। কেউ তো কিছু ব'লতে পাচ্ছে না। একজন ময়রা ব'লে, একটা ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বলে, “শীগ'গির আয়, তোর মা ডাকছে।” কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'তে পারলুম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে!

ভজ। র'সো র'সো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অমুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাব'ছেন, যাবার যো কি? চুষুকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়'বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখলে স'মবে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশ বাবু, আপ' হি'য়া তসুরিপ কাহেলে' আয়া, মেজাজ খোন্? রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্ লোক জমীনদার ছায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবাগী আপ'কা।

রমেশ । আচ্ছা এসো, আমি ফাষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর ।

ভজ । যাবই তো ; র'য়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম দেন ।

রমেশ । আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব ।

ভজ । সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হয়, ও সব তো চলেই গা ; দেখিয়ে—হামসে কাম চল্‌তা, তো দোস্ত্রাকৌ কাহে দেনা ?

রমেশ । সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই ।

ভজ । আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা । আগর ভাতিজা মরে তো এক্‌ঠো জমিন্দার গাওয়া চাহিয়ে, ওঙ্কো বেমার হয় থা ; হাম্তো জমিন্দার হায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হায় ।

রমেশ । ভাতিজা ! ভাতিজা কে ?

ভজ । ভাইপো গো ভাইপো, যাদব ।

রমেশ । ও কি কথা !

ভজ । সুরেশ বাবু, আনুন, সন্ধান পেয়েছি ।

রমেশ । এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা !

ভজ । ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান ।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ । কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে ?—আছে তো—বেঁচে আছে তো ?

ভজ । বোধ হচ্ছে তো আছে, আনুন, শীগ্‌গির আনুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন ।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু ব'লবে না,
ঢুকতে দেবে না কি ?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মূল খোয়ালি, ভাল বাসাত ক'লি ভবে ।

একলা এলে, একলা বাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুর্ছ তবে ?

কে তুমি ব'লছো আমি, দেখে ভেবে আর ভাবি কবে ?

ভাঙবে মেলা, ঘুর্বে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে ।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! কি ক'রবো, গেল তা
কি ক'রবো ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা !
গেল, যাক্ ; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! হ্যাঁ হে, তুমি
তো মড়া পোড়াতে এসেছ ?

লোক। হ্যাঁ ।

যোগেশ। মদ-টদ্ থাচ্ছ' না ?

লোক। এ কে রে ! (পলাইতে উত্তত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা ব'লবে তাই ক'রবো । বেশী খাব
না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্ ক'রে
এনে দিচ্ছি । আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! গেল, তা কি
ক'রবো ?

লোকের প্রস্থান

আহা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! ঐ না কারা মড়াপুড়িয়ে
যাচ্ছে,—গায়ের ব্যথার জন্ত একটু মদ খাবে না ? যাই ওদের সঙ্গে ।
আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

যোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাক্ষ

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না! ছেলে মারবে, ছেলে মারবে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ করবে, বংশলোপ করবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি বলছো? ছেলে মারবে কি বলছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ করবে, বংশলোপ করবে, ছেলে মারবে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মারবে, হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে' করেছিলেম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্গির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি বলবো না, আমায় ধ'রবে, জমাদারে ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'রবে, আমার ভয় ক'ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'রবে? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগ্গির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিঁদুক ভেঙ্গে দলীল চুরি ক'রে আনলেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে মারবে, আমায়

বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেনোকে ?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না—আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরিক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায়, বে' ক'ন্তে গে' মজ্জ্লেম, বে' ক'ন্তে গে' মজ্জ্লেম! কেন এ দস্তি পাহারাওয়ালা বে' ক'ন্তে গে' মজ্জ্লেম? সেই আমার ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি ক'ন্তে ব'লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমার ধ'রিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জান্লেই এখনি আমার বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমার ধ'রবে, আমি লুকুবে।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল ?

মদন। ওরে বাপ্ রে—আমায় ধ'রলে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্চো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমার ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমার মেরে ফেলবে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০

তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর ?

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০

না—না—মরতে পারবো না, মরতে পারবো না! আমার ছেড়ে দাও, আমার ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা ব'লতেন, তুমি একজন সাধু-পুঙ্খ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম কর ?

প্রাণের ভয়ে বাস্তব ভেঙ্গে চুরি কর ? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে
রাক্ষসের মুখে দাও ? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাকবে ?
একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফিযুছে ; যখন ধর্ম্মরাজ
তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে
দিয়েছ ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে ? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন
মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার
উপায় কর ; ছার প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা
কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও । মদন
দাদা, যা ক'রেছ, তার আর উপায় নেই, আমায় ব'লে দাও, যেদো
কোথায় । আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্ রাক্ষস
আমার কাছ থেকে নেয় ? এখনও ব'ল্ছে না ? তোমার কি মরণ
হবে না ? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না ? যদি হিত চাও,
যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও ;
যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝতে
পাচ্ছে না ?

মদন । অ্যা—অ্যা—যমরাজ ?

প্রহর । হ্যা, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে ! যদি সেই মহা ভয় হ'তে
উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায়
দেখিয়ে দেবে এসো ; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'ছো ? যম-
দূতকে ভয় কর না ?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না ? অবোধ বালককে
ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায়
ক'ছো না ? তোমার প্রাণে দিক্, তোমার ভয়ে দিক্, তোমার
অঙ্গে দিক্ ।

মদন । চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ
রক্ষা কর !—যদি ধরে ?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'রবে, তার উপায় কি
 ক'রেছ? এখনও ধর্মের আশ্রয় নাও, সামান্ত ভয় ছাড়।
 মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'রুবো, ছেলে দেখিয়ে দেব;
 ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাক

যোগেশের ঘর

শয্যা-শায়িত যাদব, রমেশ, কান্ধালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু একটু জল দাও ! আমার আশুন জলছে গো—
আশুন জলছে !

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা ।

যাদব। না গো, জ'লে যায়, জ'লে যায় ! আমার একটু জল দাও ।

জগ। কোন্টা দেব ?

রমেশ। টার্টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আসছে,
বমি হবে—দেখ্বে এখন ।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠবে কি ? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার
ব'লবে,—‘খেতে দাও’ ; এইটে দাও, খুব ছুটফট্ ক'রবে দেখ্বে এখন ।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু, আমি সন্ধ্যাবেলা ম'রবো, এখন
আর ঝুখ দিও না ! আমার সব শরীরে ছুঁচ্, ফুটছে ! কাকাবাবু,
তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু !

রমেশ। ডাক্তার আসছে, ডাক্তার আসছে ।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড্‌মর্নিং (Good morning), কেমন আছে ?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়েছে ।

কান্ধালী। ডাক্তার বাবু, বাঁচবে তো ? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ
নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্বস্ব ।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমার একটু জল খেতে
দিলেই বাঁচবো ।

ডাক্তার। দাঁও দাঁও, জল দাঁও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

বাদব। ওগো, আমার একটু জল না দাঁও, একটু দুধ খেতে দাঁও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in)
ক'লে।

ডাক্তার। এত দুধ স্ক্রুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

বাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee.)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিষ্টার (Blister) দাঁও।

বাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা
এখনও জলছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো!

জ'লে গেলুম গো—জ'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কান্দালী, ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে দেখি,—ভক্তহরি,
সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে;
বাড়ী ঢোকবার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

বাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,
আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ'লে গেল গো জলে গেল! ও
কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কান্দালী । চল, যাওয়া যাক, মননাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্টা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন ; এই বিছানার কাছেই রইলো ।

যাদব । ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমার জলে ডুবিয়ে মার, আমার জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি ! কাকাবাবু, আমার একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচবো না কাকাবাবু !

রমেশ । দাও, একটু জল দাও ।

জগ । না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝবে ।

যাদব । না, আমি জল খেলেই ম'রবো—না, আমি জল খেলেই ম'রবো ; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমার কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে ।

জগ । চল চল, দেখা যাগ্ গে ; ভজ্জহরিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেকছে না । আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা ক'য়েছে, সুরেশ মরে নি ।

রমেশ, কান্দালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব । ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'রবো মা !

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল । এই যে আমার যাদব ! যাদব, যাদব, বাবা !

যাদব । কে ও কাকীমা এসেছ ? আমার একটু জল দাও । (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পারছি নি, আমার চোখে কাণে জল দাও । কাকীমা, আমার না খেতে দে কাকা মেরে ফেলে ।

প্রফুল্ল । পরমেশ্বর, কি কল্লে । ও বাবা, এই দুধ খাও ।

যাদব । আর গিলতে পারবো না, গলা আটকে গিয়েছে ; দেখলে না, জল গিলতে পারলেম না । কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে ? বেঁচে থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্তো । যদি বেঁচে থাকে, তোমার

সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমার আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো ; খেতে পাইনি শুনলে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে ম'রেছি।
 প্রফুল্ল। বালাই, বালাই ! ছি বাবা, ও সব কথা ব'লতে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা ! পরমেশ্বর, রক্ষা কর !

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্মরাজ-রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর ! এই নাও এই নাও, এই পারাভন্স নাও, আমি সম্মাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও ; আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, বঁচে থাকবো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলাম, এখনি বাঁচবে। ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর ! (পারাভন্স লইয়া দ্বন্দের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়ারিয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর !

রমেশ, কাকালী ও জগমণির পুনঃ প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি ? তুমি যেমন, বাতাস নড়লে ভয় পাও ! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি ! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিল ? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পায়বে না ;—দূর হ, দূর হ।

কাকালী। এ কি সর্বনাশ !

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ত্তে এসেছিল ? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে !

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো ? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্ত এ সর্বনাশ ক'চ্ছো ? তুমি কার জন্ত সহোদরকে

পথের স্তিথারী করেছ ? কার জন্ত কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ ? কার জন্ত বংশধরকে অনাহারে ঘেরে টাকা রোজ্‌গার ক'রছো ? তুমি কার জন্ত গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ ? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি ? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'রবে ? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায় !—এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝতে পারছি নি ।

হমেশ । দেখ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্নি ; ভাল চাস্‌ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'রবো ।

প্রফুল্ল । তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব ? প্রাণভয়ে স্বামীকে শিশাচের অধম কার্য্য ক'ত্তে দেব ? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই ; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে । সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা ! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, সতর্ক হও ; আমি সত্য, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না । তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পারবে না ।

মদন । না না, বধ ক'ত্তে পারবে না । ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও ; না না, বধ ক'ত্তে পারবে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই ।

জগ । তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ ?

মদন । হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও,

ধর্মরাজ আশ্রয় দাও ! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি ;
পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি ; চাপরাসি, আর
তোমায় ভয় করি নি । ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্মরাজ আশ্রয়
দাও ।

রমেশ । প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ ।

প্রফুল্ল । আমার ভাল কি ! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে ?
আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি । আমি
এতদিন মা'র জন্ত বড় অস্থির ছিলাম, আজ তোমার জন্ত ব্যাকুল
হ'য়েছি ।

জগ । রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্ছে ? ওদের ঠেলে ফেলে দে
ছেলেটাকে নিয়ে চল ।

মদন । খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'রবো ! ধর্মরাজ রক্ষা কর,
ধর্মরাজ রক্ষা কর !

রমেশ । প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেলবো ; সরে যাবি তো যা ।

যাদব । কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেলবে,—আমি মরি, তুমি
পালিয়ে যাও ।

প্রফুল্ল । তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া ? এই ব্রহ্মপুত্রলী ছেলেকে না
খাইয়ে মারছো ! ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক্ !
আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত
হ'য়ো না, আমি আবার বলছি, ধর্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য
ক'রবেন না ।

রমেশ । তবে মন্ ! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কান্দালীচরণ
ও জগমণির যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উত্তোগ)

মদন । ছেড়ে দে রাক্ষসি ! ছেড়ে দে নরাদম ! ধর্মরাজ রক্ষা কর,
ধর্মরাজ রক্ষা কর ।

সার্জন, জমাদার, ইনস্পেক্টর, পাহারাওয়ালাগণের সহিত সুরেশ

শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা । আরে নীচপ্রকৃতি নরাদম ! জীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্চিস্ !

রমেশকে ধৃত করণ

ডাক্তার । ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে ! পাল্‌স্‌ টেডি

(Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেয়ে যাবে, ভয় নেই ।

মদন । হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালো, আমি রোজ রাতে দুধ খাইয়েছি ; ভয়

নেই, ভয় নেই, পারাভন্ন দিয়েছি ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ
রক্ষা কর ।

সুরেশ । ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবোদিদির মুখে রক্ত উঠছে ।

ডাক্তার । ইস্ ! তাই তো !

সুরেশ । মেজবোদিদি ! মেজবোদিদি !

প্রহর । ঠাকুরপো এসেছ ? যেদোকো দেখো, আমার দিন কুরিয়েছে,

আমার জন্ত ভেবো না, আমি মা'র জন্ত জোর ক'রে প্রাণ রেখে-

ছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম । আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই

সর্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জনা কর ; আমি জানতেম না,

এ সংসারে এত প্রতারণা ! ভগবান্ আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে

যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন । আমি

তার হুঃধিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি

কোলে নিচ্ছেন ! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী ! তোমার

নিন্দা ক'রবো না,—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকো কখন

আপনার কর নি । আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায়

মার্জনা করুন ! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে ক'রো—আমি

চক্রেম ! (মৃত্যু)

স্বরেশ। দিদি, দিদি, মেজবোদিদি! মেজবোদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ,
কি হ'লো! মেজদাদা! তোমায় বলবার আর কিছু নেই!

পীতা। নরাদম! তোর কার্য দেখ!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা একঠো জমিন্দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে।
এই দেখুন না, তাহ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই
বালা পরুন।

ইনস্পেক্টার কর্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়, ক্রিমিনাল প্রসিডিওরে,
(Criminal procedure) মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট টু
মার্ডারে (attempt to murder) বালা মল ছ'ই প'ন্নতে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও গস্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমায় নামে আমি ক্যাস্ (Case) আন্বো; তুঁ
ভদ্রলোকের মেয়ের জাত থাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু
ব'লবে না? এতদিন উকিলের বাড়ীর চাকরী ক'লে কি? একটা
সেক্সন (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই ধসাও! বাবা, ঢের
ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে
টেকা মেরে দিয়েছে।

জমা। কৈও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব্ ভাইকো
কয়েদ দিয়া, তবতো বহুত ধরম দেখলায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি
আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বলতে কি, মামার মুখেও
কখন ধর্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্মের কথা শুনিনি।

ইনেস। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পারলে না, তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে।

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্মের দোহাই শুনলে, লোক যে ব্যয়েসে আছে, সেই ব্যয়েসেই থাকবে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা!

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই।

পীতা। নরাদম, নররাক্ষস! সংসারটা এমন ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি ব'ল্ছো? এমন কুলে ধবজা আর হয়!

আবাল-বুদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা করতে; এমন পাথর-কুটির প্রাণ, দোহাই ব'ল্ছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার'ছিলে! তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোখে ও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা, জমানার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পারলেম না, এই আমার দুঃখ রইল। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে ব'ল্ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মার'ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির

হুঁসুড়ি দূর হয় ! মামাবাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ—আমি যদি
জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'মতেম, তোমরা বার্থাই অভাগা !

উমাহুঁসুড়ীর প্রবেশ

উমা । বাপ'রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্ছা)

সুরেশ । ভাই শিবু, আমার কি সর্বনাশ দেখ ! মা, মা, জননি ! তোমার
অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ—আমি প্রাণ
ধ'ম্মতে পাচ্ছি নি !

ভজ । 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'—সুরেশবাবু, তোমার
সর্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের ; আর বেশী কাঁদাকাঁদ
ক'রো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, ফেম্বার তো নয় ।

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ । এই যু—আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে
এসেছে । এই যে যেনো, এই যে মা, এই যে রমেশ ! দেখছো, দেখছো,
দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ ! আমার সাজান বাগান
তুকিয়ে গেল ! আহা হা ! আমার সাজান বাগান তুকিয়ে গেল !

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দের পক্ষে

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

